বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

সম্পাদক

প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মোঃ আমিনুল ইসলাম

যুগ্ম-সম্পাদক

মোঃ আবদুল কাদের

সহ-সম্পাদক

ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক প্রকাশিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি	৭
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যাবলি	৭
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা-২০২২ চূড়ান্ত অনুমোদন এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ	৭
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও সমাধি কমপ্লেক্স পরিদর্শন	৮
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫ই আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন	৯
'শেখ রাসেল দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন	১০
১৪ই ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' ২০২২	১১
১৭ই মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন	১১
২৬শে মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন	১২
মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন	১৩
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২৩ প্রদান	১৪
সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য	১৭
আন্তর্জাতিক সেমিনার	১৭
জাতীয় সেমিনার	১৮
'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	২০
ভাষামেলা-২০২৩	২২
বইমেলা-২০২৩	২২
প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য	২৩
চলমান কাজের অগ্রগতি	২৪
১. বহুভাষী পকেট অভিধান রচনার চলমান কাজের অগ্রগতি	২৪
২. নৃভাষায় বই প্রকাশের পর্যালোচনা সভা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি বাংলাদেশের ৬টি নৃগোষ্ঠীর ভাষায় (চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, কুড়মালি ও সাদরি) প্রকাশ কার্যক্রম	২৬
৩. নৃভাষায় বই প্রকাশের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি বাংলাদেশের ৬টি নৃগোষ্ঠীর ভাষায় (চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, কুড়মালি ও সাদরি) প্রকাশ কার্যক্রম	২৭

৪. গবেষণা জার্নাল মাতৃভাষা পত্রিকা (বর্ষ: ০৭, সংখ্যা ১-২, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২১) প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন বিষয়ে আলোচনা সভা	২৮
৫. গবেষণা জার্নাল Mother Language (Vol. 5, Issue 1-2, January-December ২০২১) প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন বিষয়ে আলোচনা সভা	২৯
৬. 'বহুভাষী পকেট অভিধান' অনুবাদ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা	২৯
৭. অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের অনুবাদ কাজের অগ্রগতি	৩১
মাতৃভাষা পিডিয়া'র প্রকাশ কার্যক্রম-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান	৩১
মাতৃভাষা পিডিয়া'র সভা সংক্রান্ত	৩২
গবেষণা বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম সংক্রান্ত	৩৫
বিশেষ সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য	৩৭
জাতীয় সেমিনার ১: '১৫ই আগস্ট ২০২২: শোক থেকে শক্তির ক্রম-উত্থান'	৩৮
জাতীয় সেমিনার ২: 'ভাষা জরিপ ও মাঠ সমীক্ষা' (Language Survey & Fieldwork)	৪১
জাতীয় সেমিনার ৩: 'বাংলা ভাষার "ভাষাতাত্ত্বিক" ইতিহাস'	৪২
জাতীয় সেমিনার ৪: 'IRSbangla (IMLI Bangla Reference System) সফটওয়ার-এর শুভ উদ্বোধন	৪৩
কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য	৪৪
কর্মশালা-১: '৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ'	৪৪
কর্মশালা-২: 'Workshop on Language Survey and Fieldwork'	৪৫
কর্মশালা-৩: 'মাতৃভাষা ও আমাই-এর বিভিন্ন প্রকাশনা বিষয়ক রেফারেন্স পদ্ধতি'	৪৬
কর্মশালা-৪: 'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা'	৪৭
কর্মশালা-৫: 'বাংলাদেশের বিপর্যস্ত ভাষা-পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রণীতব্য ভাষানীতির রূপকল্প'	৪৮
কর্মশালা-৬: 'মাতৃভাষা পিডিয়ার ভুক্তি লিখন'	৪৮
কর্মশালা-৭: 'সিটিজেন চার্টার'	৪৯
কর্মশালা-৮: 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা'	৫০
কর্মশালা-৯: 'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা'	৫০
প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য	৫১
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১: 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'	৫১
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-২: 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন'	৫২
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৩: 'ভাষা গবেষণা পদ্ধতি'	৫৩
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৪: 'তথ্য অধিকার আইন ও দাপ্তরিক আচার-আচরণ'	৫৪

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৫: 'সিটিজেন চার্টার'	৫৪
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৬: 'সরকারি আয়-ব্যয় ও ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার'	৫৫
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৭: 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা'	৫৬
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৮: 'সিটিজেন চার্টার'	৫৭
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৯: 'অনুবাদ ও বাংলা পরিভাষা'	৫৮
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১০: 'ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় AMMS-(2.0) ব্যবহার করে অডিট আপত্তির জবাব প্রদান'	৫৯
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১১: 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন'	৬০
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১২: 'তথ্য অধিকার আইন'	৬০
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১৩: 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'	৬১
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১৪: 'সিলেটি নাগরী লিপি'	৬২
অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১৫: 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ভাষা'	৬২
পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্য	৬৩
অংশীজন কর্তৃক ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার, ভাষা-জাদুঘর ও বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ পরিদর্শন	৬৩
আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন	৬৩
ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন	৬৮
আর্কাইভ পরিদর্শন	৭৫
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী	৮১

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি

বিশ্বের বিপন্ন ও প্রায় বিলুপ্ত ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এই স্বীকৃতির ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষাভাষী এ অর্জনের ফলে উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন Mother Language Lovers of the World (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার সময়োচিত ও ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এ সাফল্য বাস্তব রূপ লাভ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন, 'পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে।' অতঃপর জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি এ আনান-এর উপস্থিতিতে তিনি ১৫ই মার্চ ২০০১-এ ঢাকার সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে। উল্লেখ্য, ১২ই জানুয়ারি ২০১৬ এ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যাবলি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা-২০২২ চূড়ান্ত অনুমোদন এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গত ২৪শে জুলাই ২০২২ খ্রি. তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর সম্মেলন কক্ষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য সিদ্ধান্তের আলোকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা-২০২২ এর চূড়ান্ত পরিমার্জিত কপি প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মহোদয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। চূড়ান্ত পরিমার্জিত খসড়া নীতিমালাটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬১.১৮.০০২.১৬-১১৪; তারিখ: ০৮ই আগস্ট ২০২২ এর মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত গবেষণা নীতিমালার আলোকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় গবেষণা বৃত্তি প্রদান শুরু করার বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তদানুযায়ী এ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্তকরণ সংক্রান্ত আলোচনা সভার একাংশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও সমাধি কমপ্লেক্স পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর নেতৃত্বে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দ ০৬ আগস্ট ২০২২ তারিখ শনিবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জেয়ারত ও সমাধি কমপ্লেক্স পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গমন করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-সহ কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫ই আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫ই আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতীয় শোক দিবস-এ সকাল ০৮:০০ টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ।

আমাই কর্মকর্তাগণের ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আমাই প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

সকাল ১০:০০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আমাই-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

বেলা ১১:০০ টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধুর জীবন আদর্শ, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ তাঁর আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করেন। আলোচনা শেষে জাতির পিতা ও ১৫ই আগস্ট-এর সকল শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উদ্‌যাপন

‘শেখ রাসেল দিবস ২০২২’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৮ই অক্টোবর ২০২২ তারিখ সকাল ০৮:৩০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) প্রাঙ্গণে শহিদ শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে মহাপরিচালক ও সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অতঃপর আমাই-এর ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে শহিদ শেখ রাসেল-এর স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আমাই মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভার আলোচনায় এবং দোয়া মাহফিলে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় বক্তাগণ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ই আগস্ট-এর সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আমাই-এর মহাপরিচালক বলেন, শেখ রাসেল ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি ছিলেন প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা একজন শিশু। ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড মানব ইতিহাসের নৃশংসতম ঘটনা; ঘাতকের নিষ্ঠুর হাত থেকে নিষ্পাপ শিশু শেখ রাসেলও রক্ষা পায়নি। উক্ত স্মরণ সভায় ১৫ই আগস্টের সকল শহিদসহ শেখ রাসেল-এর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) প্রাঙ্গণে শহিদ শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও স্মরণ সভার একাংশ

১৪ই ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' ২০২২

১৪ই ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' ২০২২ উপলক্ষ্যে সকাল ৭:৩০ ঘটিকায় মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে যথাযথ মর্যাদায় শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

১৯৭১ সালের এই দিনে দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসর রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস মিলিতভাবে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ঠিক দুইদিন পর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পেরিয়ে জাতি যখন উদয়ের দ্বারপ্রান্তে ঠিক সেই সময়ই রাতের আঁধারে পরাজয়ের গ্লানিমাখা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় ঘৃণিত দোসররা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বেছে বেছে হত্যা করে।

বিজয়ের মাত্র দুইদিন আগে এই দিনে দেশকে মেধাশূন্য করার পূর্বপরিকল্পনা নিয়ে ঘর থেকে তুলে নিয়ে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় বাঙালি জাতির সেরা শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীসহ দেশের বরেণ্য কৃতী সন্তানদের। খুনিদের মূল লক্ষ্য ছিল লড়াকু বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করলেও যেন বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পঙ্গু, দুর্বল ও দিকনির্দেশনাহীন হয়ে পড়ে। মেধা ও নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়লে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না-এমন নীলনকশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই হায়েনারা বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠেছিল এই দিনে। জাতির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে প্রর্থনা করা হয়।

১৭ই মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ই মার্চ সকাল ০৮:৩০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। অতঃপর "স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন"– এ প্রতিপাদ্য নিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ই মার্চ, ২০২৩ তারিখ শিশুদের উন্নয়ন ও আত্মবিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইসস্টিটিউট শিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। শিশু শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য মোট ৩৯ জন আগ্রহী প্রতিযোগী নাম নিবন্ধন করে। অংশগ্রহণকারী শিশুদের দুটি দলে বিভক্ত করা হয়। 'ক' দল (শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি) এবং 'খ' দল (ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি)। চিত্রাঙ্কনের জন্য নির্ধারিত বিষয় ছিল 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'। তিনটি পর্বে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব ছিল 'চিত্রাঙ্কন পর্ব'। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের ছবি আঁকার জন্য নির্ধারিত সময় ছিল সকাল ১০:০০টা থেকে বেলা ১১:০০টা। এরপর বেলা ১১:০৫ মিনিট থেকে বেলা ১১:১৫ মিনিট পর্যন্ত সেরা আঁকিয়ে নির্বাচনের জন্য বিচারপর্ব ও ফলাফল তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। চিত্রাঙ্কন ও সৃজন প্রশিক্ষক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা প্রতিযোগিতার বিজয়ী নির্বাচনের জন্য বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ পর্ব। অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পুরস্কার বিতরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

১৭ই মার্চ ২০২৩ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

১৭ই মার্চ ২০২৩ : জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

২৬শে মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

২৬শে ২০২৩ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সকাল ১০:০০

ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-প্রাঙ্গণে স্থাপিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

২৬শে মার্চ ২০২৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে স্থাপিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩/০৮ই ফাল্গুন ১৪২৯ মঙ্গলবার বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এম. পি.। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর-এর শুভ উদ্বোধন করেন এবং প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও ভাষণ প্রদান করেন ডা. দীপু মনি এম. পি., মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও ভাষণ প্রদান করেন মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম. পি., শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব সোলেমান খান, সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ বছর 'বহুভাষী বিশ্বে বহুভাষী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার, সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-এ বক্তব্য প্রদান করেন হেড অফ অফিস এ্যান্ড ইউনেস্কো রিপ্রেজেন্টেটিভ টু বাংলাদেশ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এম. পি.

ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর-এর শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এম. পি.

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২৩ প্রদান

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে অনন্য সাধারণ অবদান (Outstanding contribution for protection and promotion of mother languages throughout the world), মাতৃভাষার চর্চা, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পদক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা ২০১৯' প্রণীত হয় ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জারি করা হয়। মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশে বিশেষ অবদান, মাতৃভাষার চর্চা, গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশি ও বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে উল্লিখিত নীতিমালার আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক (International Mother

Language National Award) এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক (International Mother Language International Award) প্রতি এক বৎসর পরপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদান করা হয়। প্রদেয় পদকের সংখ্যা ৪টি (জাতীয় ক্ষেত্রে ২টি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ২টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে প্রদেয়) এবং এর অধিক্ষেত্র বাংলাদেশ এবং ইউনেস্কো-র সদস্যভুক্ত বিশ্বের অন্যান্য দেশ। পদক হিসেবে একটি স্বর্ণপদক, সম্মাননাপত্র এবং ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা কিংবা পাঁচ হাজার ডলার প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক শেখ হাসিনা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২১' প্রদান করেন। জাতীয় অধ্যাপক জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও জনাব মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২১' অর্জন করেন। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২১' অর্জন করেন উজবেকিস্তানের ভাষাবিদ Mr. Ismailov Gulom Mirzaevich এবং বলিভিয়ার প্রতিষ্ঠান Activismo Lenguas। ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম. পি. অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পদকপ্রাপ্তদের হাতে পদক ও সম্মাননাপত্র তুলে দেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২৩-এর আবেদন/প্রস্তাব আহ্বান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ০৩টি বাংলা জাতীয় দৈনিক (সমকাল, ইত্তেফাক ও প্রথম আলো) এবং ০২টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক (The Daily Observer and The Daily Star) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অধিকন্তু, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তিটি আপলোড করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২৩-এর বিজ্ঞপ্তিটি আমাই ওয়েবসাইটসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। প্রাপ্ত আবেদনপত্র/প্রস্তাবসমূহ থেকে বাছাই কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাইপূর্বক মনোনয়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে চূড়ান্ত অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২৩" এবং "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২৩" প্রদান করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুজন বাংলাদেশি নাগরিক-কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২৩ প্রদান করেছেন:

ক. জাতীয় পদক

১. জনাব হাবিবুর রহমান

ঠিকানা: গ্রাম: চন্দ্রদিঘলিয়া, ডাকঘর: চন্দ্রদিঘলিয়া, উপজেলা: গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২৩' গ্রহণ করছেন জনাব হাবিবুর রহমান

২. জনাব রনজিত সিংহ

ঠিকানা : ৫৩৬/১, সানন্দা হাউস, সৈয়ারপুর স্কুল রোড, মৌলভীবাজার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ২০২৩' গ্রহণ করছেন জনাব রনজিত সিংহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন ভারতীয় নাগরিক ও কানাডাভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান-কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২৩ প্রদান করেছেন:

খ. আন্তর্জাতিক পদক

1. Mahendra Kumar Mishra

239, Gitanjali Nagar, Sector-1 Raipur, Chhattisgarh, India.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২৩' গ্রহণ করছেন ভারতীয় নাগরিক Mr. Mahendra Kumar Mishra

2. Mother Language Lovers of the World Society (MLLWS)

36-15399 Guildford Drive, Surrey, BC, V3R 7C6, Vancouver, Canada.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক ২০২৩' গ্রহণ করছেন Mother Language Lovers of the World Society (MLLWS)-এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক সেমিনার

জানুয়ারি - মার্চ ২০২৩ প্রান্তিকে সেমিনার অনুবিভাগ কর্তৃক গত ২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বুধবার সকাল ৯:২৫ ঘটিকা থেকে বিকেল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়াম (লেভেল-২)-এ Fourth Industrial Revolution, Technology and Mother Language শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারটি দুটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। ১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি. এবং বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব সোলেমান খান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। সেমিনারের ১ম অধিবেশনে একটি মূল প্রবন্ধ (keynote paper) ও ০৪ (চার)-টি সম্পূরক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। মূল প্রবন্ধ (keynote paper) উপস্থাপন করেন Prof. em. Dr. George van Driem University of Bern, Switzerland। তাঁর মূল প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল Mother Language Day, Linguistic Minorities and Modern Technology।

মূল প্রবন্ধ (keynote paper) উপস্থাপন করছেন Prof. em. Dr. George van Driem University of Bern, Switzerland

১ম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর অদিতি ঘোষ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম One Language, Two Nations: Bangla as a Unifier। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয়ে 'আলোচক' হিসেবে আলোচনা করেন প্রফেসর ড. শায়লা সুলতানা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২য় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী, পরিচালক ও সহযোগী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম Technology Integration in Mother Tongue-based Multilingual Education for Ethnic Minority Children। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয়ে 'আলোচক' হিসেবে আলোচনা করেন জনাব মঞ্জুরুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সেমিনারে ৩য় ও ৪র্থ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে Giga Tech, Dhaka-এর জনাব ফয়সাল আহমেদ খান এবং জনাব নাজিফা নূহা চৌধুরী। জনাব ফয়সাল আহমেদ খান উপস্থাপিত প্রবন্ধের শিরোনাম LabelHub: An Unified Annotation Management System for Bangla। জনাব নাজিফা নূহা চৌধুরী উপস্থাপিত প্রবন্ধের শিরোনাম Dependency Parsing: A linguistic Description of the Bangla Language। এ দুটি প্রবন্ধের বিষয়ে 'আলোচক' হিসেবে আলোচনা করেন যথাক্রমে প্রফেসর ড. কাজী মুহাইমিন-আস-সাকিব, ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং একই ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. আহমেদুল কবির।

সেমিনারের ২য় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) জনাব মাসুদ বিন মোমেন। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আবদুর রহিম, অধ্যক্ষ, সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, মিরপুর, ঢাকা। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. শিশির ভট্টাচার্য্য, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেমিনারের ২য় অধিবেশনে মোট ০২ (দুই)-টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়।

১ম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Mr. Mizanur Rahman, Assistant Professor, Institute of Modern Language, University of Dhaka। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম Attitude and Perception towards the Use of Leaner's L1 in French as L3 Classes: Insights from Tertiary Level Students in Bangladesh। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয়ে 'আলোচক' হিসেবে আলোচনা করেন Dr. Shahzadi Ema, Assistant Professor, Institute of Modern Language, University of Dhaka।

২য় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Dr. Somdev Kar, Associate Prof. Linguistics IIT Ropar, Punjab, India। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম Stress in Reduplication: An Optimality Theoretic Analysis। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয়ে 'আলোচক' হিসেবে আলোচনা করেন Prof. Dr. Shishir Bhattacharja, Institute of Modern Language, University of Dhaka।

জাতীয় সেমিনার

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ প্রান্তিকে সেমিনার অনুবিভাগ কর্তৃক গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩, বৃহস্পতিবার সকাল ৯:২৫ ঘটিকা থেকে বিকেল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটরিয়াম (লেভেল-২)-এ 'বহুভাষিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারটি দুটি

অধিবেশনে বিভক্ত ছিল।

১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক মুহাম্মদ দানীউল হক, খণ্ডকালীন শিক্ষক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। সেমিনারের ১ম অধিবেশনে একটি মূল প্রবন্ধ (keynote paper) ও ০৪ (চার)-টি সম্পূরক প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। মূল প্রবন্ধ (keynote paper) উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার, প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

মূল প্রবন্ধ (keynote paper) উপস্থাপন করছেন অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার, প্রাক্তন উপাচার্য রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

১ম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে জেনিথ মৌসুমি সরকার ও স্কলাসটিকা শেফালী রিবেরু, এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'মাতৃভাষা ও বাংলাদেশে বহুভাষী শিক্ষা: এসআইএল ইন্টারন্যাশনালের অভিজ্ঞতা'। উপস্থাপিত প্রবন্ধটির বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ।

২য় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব উজ্জ্বল কুমার মাহাতো, কুড়মালি ভাষার লেখক ও গবেষক। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'বহুভাষিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা: বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত'। উপস্থাপিত প্রবন্ধটির বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ।

৩য় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Abu Ula Muhd. Hasinul Islam, PhD Fellow, Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'Sadri and Bangla as Spoken in Bangladesh: A Lexical Comparison'। উপস্থাপিত প্রবন্ধটির বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, আধুনিক

ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪র্থ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব জুরানা কেকা, পিএইচডি গবেষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'Inclusion of Native Language Policy for Ethnic Minority Community to Promote Literacy'। উপস্থাপিত প্রবন্ধটির বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেমিনারের ২য় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত অধ্যাপক ডক্টর এ.বি.এম. রেজাউল করিম ফকির, অধ্যাপক ও পরিচালক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ।

সেমিনারের ২য় অধিবেশনে মোট ০২ (দুই)-টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। ১ম প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব তাওহিদা জাহান, সহকারী অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ: একটি চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ'। উপস্থাপিত প্রবন্ধটির বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব মনিরা বেগম, সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২য় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মাহমুদুল হক, সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'মাতৃ ভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু'। উপস্থাপিত প্রবন্ধটির বিষয়ে আলোচনা করেন ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

'মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনের ধারাবাহিকতায় ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ডা. দীপু মনি এম.পি., শিক্ষামন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

উদ্বোধনী পর্ব শেষে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতা পর্ব। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুরা বয়স ও শ্রেণি অনুসারে বিভিন্ন দলভিত্তিক নির্দিষ্ট বিষয়ে ছবি আঁকে। এ প্রতিযোগিতায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরাও অংশগ্রহণ করে। তবে তাদের জন্য কোনো দল বিভাজন ও বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়নি। বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মরত কূটনৈতিক কোর সদস্য ও অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবারভুক্ত শিশু প্রতিযোগীরাও এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী শিশুদের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এজন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ

শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি তাদের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায়ও বিজ্ঞপ্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আগ্রহী শিশু ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ যোগাযোগ করতে থাকেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ৩৯৮ জন প্রতিযোগী নিবন্ধন করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আগ্রহী শিশুদের সাধারণভাবে চারটি দলে বিভক্ত করে দল বিন্যাস করা হয়। দলভিত্তিক ছবি আঁকার জন্য বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যেমন: 'ক' দল (প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি)-এর বিষয় ছিল 'তোমার চোখে বাংলাদেশ', 'খ' দল (তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি)-এর বিষয় ছিল 'ভাষা অন্দোলন/সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য', 'গ' দল (ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি)-এর বিষয় ছিল 'একুশের বইমেলা' এবং 'ঘ' দল (নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি)-এর বিষয় ছিল '১৯৫২-এর ভাষা অন্দোলন'। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিদেশি শিশুদের বয়সভিত্তিক জুনিয়র গ্রুপ (চার বছর থেকে নয় বছর) এবং সিনিয়র গ্রুপ (১০ বছর থেকে ১৫ বছর) দুটি দলে ভাগ করা হয়। ছবি আঁকার জন্য জুনিয়র গ্রুপের নির্দিষ্ট থিম ছিল 'My country, My language' এবং সিনিয়র গ্রুপের নির্দিষ্ট থিম ছিল 'Language Movement/ International Mother language day'.।

সকাল ৯.০০টায় শুরু হয়ে বেলা ১১:১৫ মিনিটে অঙ্কন পর্ব সমাপ্ত হয়। এরপর শুরু হয় শিশুদের আপ্যায়ন পর্ব এবং অঙ্কিত চিত্রের মূল্যায়ন পর্ব। মোট সাতটি দলে বিভক্ত প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে সেরা আঁকিয়ে নির্বাচন করার জন্য চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ মনোনীত প্রতিনিধি নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট বিচারক প্যানেল গঠিত হয়। প্রত্যেক দল থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী শিশুদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। মোট একুশ জন বিজয়ী শিশুকে পুরস্কারস্বরূপ বই ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিশুর জন্য সনদ প্রদান করা হয়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সকল শিশু প্রতিযোগীকে সনদসহ সৌজন্য উপহারস্বরূপ বই দেওয়া হয়।

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নিজ হাতে অঙ্কন করে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন

প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সমাপ্তি ঘটে। পুরস্কার বিতরণ সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন দেশবরেণ্য চিত্রশিল্পী জনাব হাশেম খান। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদেরকে রং, ছবি এবং কাগজ দেন। তারা মুক্ত মনের অনেক সুন্দর ছবি আঁকবে, যে ছবি কথা বলবে"।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "শিশুরা তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে ছবি আঁকবে সেই ছবি সবাই বুঝতে পারবে। বাঙালি, ইংলিশ, জার্মান, শ্রীলংকা, ফরাসি সকল দেশের শিশুরা যে ছবি আঁকে, সকল দেশের মানুষই সেই ছবির ভাষা বুঝতে পারে। ছবি হচ্ছে দৃশ্য ভাষা, ছবির মধ্যে তার মাতৃভাষার প্রকাশ পায়"।

ভাষামেলা-২০২৩

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) প্রথমবারের মতো ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ভাষামেলার আয়োজন করা হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ সকাল ৯:০০ ঘটিকায় আমাই প্রাঙ্গণে ভাষামেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ডা. দীপু মনি এম.পি., মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ভাষামেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগ, বিভিন্ন দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ভাষা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যাদি তুলে ধরে, সেসব প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে মোট ১৬টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই); Alliance Francaise de Dhaka; Goethe-Institut Bangladesh, German Cultural Centre; King Sejong Institute (KSI), (IUB-Korean Language Institute); The British Council, Dhaka; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি; BRAC; SIL International Bangladesh; জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি; আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ; Caritas Bangladesh, Central Office, Dhaka; বাংলাদেশ শিশু একাডেমি। মেলায় আমাই-এর স্টলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত ভাষাবিষয়ক গবেষণাধর্মী বিভিন্ন পত্রিকা, জার্নাল, স্মরণিকা, পুস্তিকা, সেমিনার ও কর্মশালার প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়।

বইমেলা-২০২৩

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করে। মাসব্যাপী বইমেলার স্টলে আন্তর্জাতিক

মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত ভাষাবিষয়ক গবেষণাধর্মী বিভিন্ন পত্রিকা, জার্নাল, স্মরণিকা, পুস্তিকা, সেমিনার ও কর্মশালার প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়।

প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ কালসীমায় নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হলো:

১. মাতৃভাষা-বার্তা (৯ম বর্ষ: ২য় সংখ্যা), এপ্রিল-জুন ২০২২;
২. মাতৃভাষা-বার্তা (৯ম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২;
৩. মাতৃভাষা-বার্তা (৯ম বর্ষ: ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২);
৪. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২;
৫. নজরুলের ভাষা-বৈচিত্র্য বিষয়ক কর্মশালা ২০২২;
৬. জাতীয় সেমিনার ও International Conference প্রতিবেদন ২০২২;
৭. উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন প্রতিবেদন ২০২২ (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবন জেলা ২৩-২৫ জুন, ২০২২);
৮. মাতৃভাষা পিডিয়ার তথ্য সংগ্রহ ২০২২ (রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ ২৫-২৭ জুন, ২০২২) ;
৯. মাতৃভাষা পিডিয়া ও নৃভাষা তথ্য-সংগ্রহ ২০২২ (দিনাজপুর ও পঞ্চগড় ২৮-৩০ জুন, ২০২২);
১০. ১৫ই আগস্ট ২০২২: শোক থেকে শক্তির ক্রম উত্থান;
১১. মাতৃভাষা পত্রিকা (বর্ষ ৭, সংখ্যা ১-২, মাঘ ১৪২৭-পৌষ ১৪২৮);
১২. Mother Language (Volume 5, Number 1-2, January-December 2021);
১৩. শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩- স্মরণিকা;
১৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক ২০২৩-এর জন্য পুস্তিকা;
১৫. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি চাকমা ভাষায় প্রকাশ;
১৬. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি মারমা ভাষায় প্রকাশ;
১৭. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি গারো ভাষায় প্রকাশ;
১৮. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি ককবরক ভাষায় প্রকাশ;
১৯. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি সাদরি ভাষায় প্রকাশ;
২০. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি কুড়মালি ভাষায় প্রকাশ;
২১. বহুভাষী পকেট অভিধান - আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায় প্রকাশ;
২২. বহুভাষী পকেট অভিধান - চায়নিজ, জাপানিজ ও কোরিয়ান ভাষায় প্রকাশ;

২৩. বহুভাষী পকেট অভিধান - জার্মান, রুশ ও স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশ;

২৪. ঠার-বাংলা অভিধান প্রকাশ;

২৫. The One Eyed Witch and Other Stories by Humayun Ahmed শিরোনামে অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ।

চলমান কাজের অগ্রগতি

১. বহুভাষী পকেট অভিধান রচনার চলমান কাজের অগ্রগতি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক বহুভাষী পকেট অভিধান রচনার নিমিত্ত বাংলাসহ মোট ১৭টি ভাষায় (বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ, ফরাসি, ইতালিয়ান, আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, চাইনিজ, জাপানিজ, কোরিয়ান, পর্তুগিজ, রুশ, ডাচ এবং মালেশিয়ান) প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রন্থে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে, মে ২০২২ থেকে কার্যক্রম শুরু হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কোর ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জাতিসংঘের সবগুলো দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ক আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এবং কর্ম সংস্থানের প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমায়। এছাড়া বাংলাদেশে প্রচুর কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী থাকায় এবং এটি একটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ বাণিজ্য, পর্যটনসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এদেশে আসে। ফলে এ ধরনের একটি বহুভাষী পকেট অভিধানের প্রয়োজনীয়তা বর্তমানে রয়েছে এবং ভবিষতে সেটা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে এমন একটি অভিধান রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে মহাপরিচালক মহোদয় সেটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

'অভিধান বাস্তবায়ন কমিটি' ও অনুবাদকগণের সঙ্গে ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ ও কর্মকর্তাবৃন্দ

জুন ২০২২-এ অভিধানটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত গঠিত 'অভিধান বাস্তবায়ন কমিটি' ও অনুবাদকগণের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৭টি ভাষায় (বাংলা, ইংরেজি,

জার্মান, স্প্যানিশ, ফরাসি, ইতালিয়ান, আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, চাইনিজ, জাপানিজ, কোরিয়ান, পর্তুগিজ, রুশ, ডাচ এবং মালেশিয়ান) বহুভাষী পকেট অভিধান রচনার জন রচয়িতাগণের সঙ্গে আলোচনা ও চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চুক্তিস্বাক্ষরকারী রচয়িতাগণ হলেন– ড. মো. আবদুল কাদির, অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (আরবি ভাষা); ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ফারসি ভাষা); ড. মোহাম্মদ আনসারুল আলম, অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (জাপানি ভাষা); জনাব বিপুল চন্দ্র দেবনাথ, সহযোগী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ফরাসি ভাষা); জনাব মো. আবদুল্লাহ রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (পর্তুগিজ ভাষা); জনাব মো. আবদুল্লাহ রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (স্প্যানিশ ভাষা); Mrs. Gagaeva Kizil Gioul, Assistant Professor, Institute of Modern Languages, University of Dhaka (Russian Language); জনাব মোসা. শিউলি ফাতেহা, প্রভাষক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (কোরিয়ান ভাষা); জনাব মো. তানিম নওশাদ, খণ্ডকালীন শিক্ষক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (জার্মান ভাষা); জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, খণ্ডকালীন শিক্ষক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (তুর্কি ভাষা); জনাব অঞ্জয় রঞ্জন দাস, অ্যাডজান্ট ফ্যাকাল্টি, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (হিন্দি ভাষা); জনাব আফসানা ফেরদাউস আশা, খণ্ডকালীন শিক্ষক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (চীনা ভাষা); জনাব মালিহা হাফিজ, শিক্ষক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (স্প্যানিশ ভাষা); Mrs. Donatella Cesca, Apt A1, Dom inno Bella Vista, 4/3 Iqbal Road, Mohammadpur Dhaka 1207 (Italian Language); Miss. Nilu Akter, Intern Teacher, Guizhou University (Chinese Language);

ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ ও
রচয়িতাগণের সমন্বয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের একাংশ

জনাব আব্দুর রহিম খান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সেঞ্চুরি ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার, ঢাকা (মালেশিয়ান ভাষা); জনাব অর্ণব (ডাচ ভাষা); প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (ইংরেজি ভাষা); ড. নাজনিন নাহার, সহকারী পরিচালক, প্রকাশনা (অভিধান ও অনুবাদ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (বাংলা ভাষা)। রচয়িতাগণ চুক্তির শর্ত হিসেবে চুক্তিপত্রে উল্লিখিত প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আগস্ট ২০২২-এ 'অভিধান বাস্তবায়ন কমিটি' ও রচয়িতাগণের সমন্বয়ে অভিধানটির রচয়িতাগণ লেখা সমাপ্ত করে জমা প্রদান করেন। পরবর্তীতে রিভিউয়ার নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক মহোদয় প্রত্যেক ভাষার লেখকগণের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে সংশ্লিষ্ট ভাষায় দক্ষতাসম্পন্ন, বর্তমানে অনুবাদ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন এবং সংশ্লিষ্ট ভাষা বিষয়ক কাজে সুপরিচিত ও স্বীকৃত - এমন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির নিকট রিভিউয়ের জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠানোর প্রস্তাব করেন। বর্তমানে রিভিউয়ের কাজ চলমান রয়েছে।

বহুভাষী পকেট অভিধান রচনার নিমিত্ত রচয়িতাগণের লেখা জমাদান সংক্রান্ত সভার একাংশ

২. নৃভাষায় বই প্রকাশের পর্যালোচনা সভা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি বাংলাদেশের ৬টি নৃগোষ্ঠীর ভাষায় (চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, কুড়মালি ও সাদরি) প্রকাশ কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি বাংলাদেশের ৬টি নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, কুড়মালি ও সাদরি) ভাষায় অনুবাদসহ সংশ্লিষ্ট ভাষার লিখন-রীতিতে প্রকাশের নিমিত্ত গঠিত আমাই-এর 'অনুবাদ বাস্তবায়ন কমিটি' এবং অনুবাদকগণের সমন্বয়ে অনুবাদ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত একটি সভা ২৮/০৮/২০২২ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় অনুবাদ কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর মোঃ আবদুর রহিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমাই-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। নির্বাচিত ৬টি ভাষার জন্য মনোনীত অনুবাদকগণ নিজ নিজ অনুবাদ কাজের অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন।

অনুবাদকগণ কাজ করতে গিয়ে কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন এবং মহাপরিচালক মহোদয় এগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করেন।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ের অনুবাদ কমিটির পর্যালোচনা সভা

৩. নৃভাষায় বই প্রকাশের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি বাংলাদেশের ৬টি নৃগোষ্ঠীর ভাষায় (চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, কুড়মালি ও সাদরি) প্রকাশ কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি বাংলাদেশের ৬টি নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, কুড়মালি ও সাদরি) ভাষায় অনুবাদসহ সংশ্লিষ্ট ভাষার লিখন-রীতিতে প্রকাশের নিমিত্ত গঠিত আমাই-এর 'অনুবাদ বাস্তবায়ন কমিটি' এবং অনুবাদকগণের সমন্বয়ে অনুবাদ কাজের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত একটি সভা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর ৩য় তলার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আমাই-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নির্বাচিত ৬টি ভাষার জন্য মনোনীত অনুবাদকগণ নিজ নিজ অনুবাদ কাজের অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন। অনুবাদকগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুবাদ কাজ সম্পন্ন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ২০২৩ সনের মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য একুশে বই মেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অনুদিত পুস্তকগুলোর শুভ মোড়ক উন্মোচন করবেন বলে সভায় মহাপরিচালক মহোদয় আশা প্রকাশ করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলাসহ অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী ভাষায় গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ ও উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। একইসাথে মাতৃভাষা আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের বইসমূহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করাও আমাই-এর কর্মপরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ উদ্দেশ্যকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইটি চাকমা, মারমা, ককবরক,

গারো, কুড়মালি ও সাদরি-এ ৬টি নৃ-গোষ্ঠী ভাষায় অনুবাদ কার্যক্রম চলমান।

উল্লিখিত ৬টি ভাষায় বইটির খসড়া অনুবাদ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে অনুবাদকৃত খসড়াসমূহ সংশ্লিষ্ট ভাষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ এক বা একাধিক রিভিউয়ারের নিকট প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অনুবাদ কমিটির পর্যালোচনা সভা

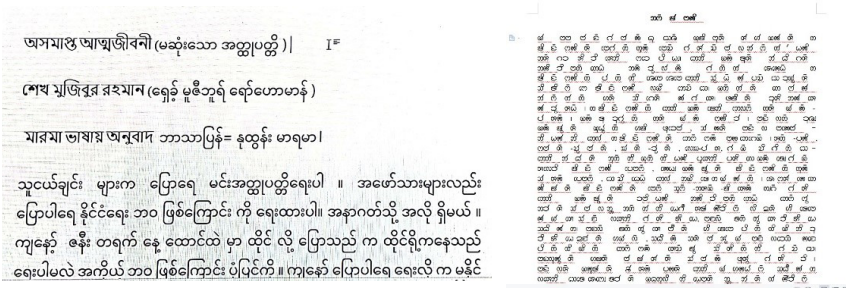

নৃগোষ্ঠী ভাষায় অনুবাদের চাকমা ও মারমা ভাষার নমুনা

৪. গবেষণা জার্নাল মাতৃভাষা পত্রিকা (বর্ষ: ০৭, সংখ্যা ১-২, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২১) প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন বিষয়ে আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ষাণ্মাসিক গবেষণা জার্নাল মাতৃভাষা পত্রিকা (বর্ষ: ০৭, সংখ্যা ১-২, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২১) প্রকাশের লক্ষ্যে ৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সম্পাদনা পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনইস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক এবং মাতৃভাষা পত্রিকার সম্পাদক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান (অবসরপ্রাপ্ত), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মহাম্মদ দানীউল হক (অবসরপ্রাপ্ত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড.

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমির পরিচালক (গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ) জনাব মোঃ মোবারক হোসেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রকাশনা) জনাব শাহ্‌নাজ পারভীন, উপপরিচালক (গবেষণা) জনাব নিগার সুলতানা এবং সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা- অভিধান ও অনুবাদ) ও মাতৃভাষা পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ড. নাজনিন নাহার।

৫. গবেষণা জার্নাল Mother Language (Vol. 5, Issue 1-2, January-December 2021) প্রকাশের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন বিষয়ে আলোচনা সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ষাণ্মাসিক গবেষণা জার্নাল Mother Language (Vol. 5, Issue 1-2, January-December 2021) প্রকাশের লক্ষ্যে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ যাচাই বাছাই-এর জন্য সম্পাদনা পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনইস্টটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক এবং Mother Language এর সম্পাদক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (অবসরপ্রাপ্ত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টির পরিচালক অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. তাজিন আজিজ চৌধুরী এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান।

ইংরেজি গবেষণা জার্নালের সম্পাদনা পরিষদের প্রবন্ধসমূহ যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত সভার একাংশ

৬. 'বহুভাষী পকেট অভিধান' অনুবাদ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক বহুভাষী পকেট অভিধান রচনার নিমিত্ত বাংলাসহ মোট ১৭টি ভাষায় (বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, স্প্যানিশ, ফরাসি (ফ্রেঞ্চ), ইতালিয়ান, আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, চাইনিজ, জাপানিজ, কোরিয়ান, পর্তুগিজ, রুশ,

ডাচ ও মালয়) অভিধান গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত গঠিত 'অভিধান বাস্তবায়ন কমিটি' ও রচয়িতাগণের সমন্বয়ে অনুবাদ কাজের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত একটি সভা ১৬/১০/২০২২ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর ৪র্থ তলা আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আমাই-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক মোঃ তানিম নওশাদ (জার্মান ভাষা), আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক মালিহা হাফিজ (স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ), খন্ডকালীন শিক্ষক মোঃ মেহেদী হাসান (তুর্কি ভাষা), অ্যাডজান্ট ফ্যাকাল্টি অঞ্জয় রঞ্জন দাস (হিন্দি ভাষা), খন্ডকালীন শিক্ষক আফসানা ফেরদাউস আশা (চাইনিজ ভাষা), অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনসারুল আলম (জাপানিজ ভাষা), Mrs. Gagaeva Kizil Gioul Assistant Professor (Russian Language), Mrs. Nilu Akter Intern Teacher (Chinese Language) Guizhou University এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যে বলেন, '২০২৩ সনের মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য একুশে বই মেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহুভাষী অভিধান গ্রন্থসমূহের শুভ মোড়ক উন্মোচন করবেন বলে আশা প্রকাশ করি'।

বহুভাষী অভিধান অনুবাদ কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন আমাই-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

৭.অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের অনুবাদ কাজের অগ্রগতি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থটির ৬টি নৃ-গোষ্ঠী (চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো, সাদরি ও কুড়মালি) ভাষায় অনুবাদ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। প্রাপ্ত অনুবাদকৃত পাণ্ডুলিপিসমূহ রিভিউ-এর জন্য পাঠানো হয়েছে। চাকমা, মারমা, ককবরক ও সাদরি ভাষার মূল্যায়নকারী তাঁদের রিভিউসহ অনুবাদকৃত পাণ্ডুলিপির সফট কপি গত ২০/১২/২০২২ তারিখ নাগাদ আমাই-এ পাঠিয়েছেন। গারো ভাষার রিভিউয়ার পরিবর্তনের কারণে উক্ত ভাষার রিভিউসহ অনুবাদকৃত পাণ্ডুলিপিটির সফট কপি এখনও হাতে পাওয়া যায়নি।

মাতৃভাষা পিডিয়া'র প্রকাশ কার্যক্রম-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-কর্তৃক 'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১১ই জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বুধবার বেলা ১১:৩০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে 'মাতৃভাষা পিডিয়া'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব সোলেমান খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। মাতৃভাষা পিডিয়ার উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, প্রাক্তন প্রধান সমন্বয়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটিসহ 'মাতৃভাষা পিডিয়া' সম্পাদনা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, সাবেক মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি; অধ্যাপক ড. শিশির ভট্টাচার্য্য, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. স্বরোচিষ সরকার, অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশ কার্যক্রম-এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

(আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. এ.বি.এম. রেজাউল করিম ফকির, অধ্যাপক ও পরিচালক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ এবং প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মাতৃভাষা মানে মায়ের ভাষা, যা ব্যক্তির বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যে ভাষাটি তার পিতামাতা বা অভিভাবকের কাছ থেকে ছোটবেলায় শিখে, যে ভাষাটি কোনো একটি অঞ্চলে বহুল প্রচলিত এবং যে ভাষায় ব্যক্তির মনোজগতের বিকাশ ঘটে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি প্রদান করে। এই স্বীকৃতি পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণে বাংলা ভাষাকে দায়বদ্ধ করে তুলেছে। এই দায়বদ্ধতা থেকে সকল মাতৃভাষার বিশ্বকোষ তৈরির প্রত্যাশা নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) 'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। 'মাতৃভাষা পিডিয়া' সাধারণ বিশ্বকোষ নয়। এটি হবে প্রধানত প্রত্যেকের মাতৃভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, শব্দের ব্যুৎপত্তি, শব্দ ও বাক্যের অর্থ প্রয়োগ, ভাষার ব্যাকরণসহ ভাষা সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক আলোচনাসমৃদ্ধ একটি বিশ্বকোষ।

মাতৃভাষা পিডিয়া-র সভা সংক্রান্ত

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংরক্ষণ, নথিবদ্ধকরণ এবং ব্যাকরণ তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি নিবেদিত অনন্য প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে বিশ্বকোষ বা পিডিয়া প্রকাশের মধ্য দিয়ে সে উদ্দেশ্য অনেকাংশেই চরিতার্থ হয়। তাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক আগামী দুটি অর্থবছরের (২০২২-২০২৩ এবং ২০২৩-২০২৪) মধ্যে প্রকাশিতব্য মাতৃভাষা পিডিয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এ লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এম.পি. ও মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী, এম.পি.-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মাতৃভাষা পিডিয়া প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কার্যক্রমে উপদেষ্টা হিসেবে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন কবি ও লেখক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী; ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক (অব), ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব সোলেমান খান। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে ১১ই জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ বুধবার বেলা ১১:৩০ টায় 'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশের জন্য সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠিতব্য উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'মাতৃভাষা পিডিয়া'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব সোলেমান খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমাই-এর সকল কর্মকর্তাসহ 'মাতৃভাষা পিডিয়া'র সম্পাদনা পরিষদ ও বাস্তবায়ন কমিটির সকল সদস্য এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মীগণ।

'মাতৃভাষা পিডিয়া'র উদ্বোধন অনুষ্ঠানের একাংশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক 'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশের লক্ষ্যে সম্পাদনা পরিষদের একটি সভার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে ১৬ই মার্চ ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১০:০০টায় ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশের লক্ষ্যে সম্পাদনা পরিষদের সভার একাংশ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক 'মাতৃভাষা পিডিয়া'র সম্পাদনা পরিষদ ও বাস্তবায়ন কমিটির সভার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে ২২শে মার্চ ২০২৩ তারিখ বুধবার বেলা ০২:০০ টায় সম্পাদনা পরিষদের সভা এবং বিকাল ০৩:০০ টায় বাস্তবায়ন কমিটির সভা ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে (লেভেল-৩) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সম্পাদনা পরিষদ ও বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'মাতৃভাষা পিডিয়া'র সম্পাদনা পরিষদ ও বাস্তবায়ন কমিটির সভা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক 'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশের লক্ষ্যে মাতৃভাষা পিডিয়ার সম্পাদনা পরিষদের সভার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে ০৯-০৪-২০২৩

'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশের লক্ষ্যে সম্পাদনা পরিষদের সভার একাংশ

তারিখ রবিবার সকাল ১০:০০টায় এবং ০৮-০৫-২০২৩ তারিখ সোমবার সকাল ১০:০০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলা সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং ৩০৭) উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক 'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশের লক্ষ্যে মাতৃভাষা পিডিয়ার বাস্তবায়ন কমিটির একটি সভার আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে ১৪-০৫-২০২৩ তারিখ রবিবার সকাল ১০:০০টায় ইনস্টিটিউটের ৩য় তলা সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং ৩১১) উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'মাতৃভাষা পিডিয়া' প্রকাশের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কমিটির সভার একাংশ

গবেষণা বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম সংক্রান্ত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা ২০২২-এর আলোকে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা বৃত্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ২৪/১০/২০২২ তারিখে প্রথম আলো এবং The Daily Star পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ ছিল ২০/১১/২০২২ খ্রি.। গবেষণা বাছাই কমিটি ও গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে।

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত গবেষণা বাছাই কমিটির একটি সভা ২৭শে মার্চ ২০২৩ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা বৃত্তির জন্য ০৫টি ক্যাটেগরিতে আবেদনকৃত মোট ১৩টি গবেষণা প্রস্তাব থেকে কমিটির সভাপতি, বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং সদস্যগণের যাচাই-বাছাইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে মোট ০৫

জনকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত আবেদনকারীদের গবেষণা প্রস্তাব চূড়ান্ত নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

➢ গবেষণা শাখা থেকে গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্রম	বিষয়	তারিখ	বিবরণ
১.	গবেষণা বৃত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম	০৯/০৪/২০২৩	'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গবেষণা নীতিমালা-২০২২' অনুযায়ী গঠিত গবেষণা বাছাই কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন গবেষণা ক্যাটেগরিতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত মোট ০৫ (পাঁচ) জন গবেষকের গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন সংক্রান্ত সভা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে ০৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন সংক্রান্ত সভায় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত গবেষকগণ তাদের গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।
		১২/০৪/২০২৩	গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের জন্য 'আমাই গবেষণা নীতিমালা-২০২২' অনুযায়ী গঠিত গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক একটি সভা ১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আমাই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। গবেষণা বাছাই কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন গবেষণা ক্যাটেগরিতে সুপারিশকৃত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়।
		০১/০৫/২০২৩	আমাই গবেষণা বৃত্তি ২০২২-২০২৩-এর আওতায় মনোনয়নপ্রাপ্ত গবেষকগণ যোগদানের শর্তাবলি পূরণপূর্বক ০১/০৫/২০২৩ তারিখে গবেষণাকর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে যোগদান করে। আমাই গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণকে সপ্তাহে ন্যূনতম ২ (দুই) পূর্ণ দিবস আমাই-এর ৫ম তলার গবেষণা কক্ষে উপস্থিত থেকে গবেষণা কাজ করার নির্দেশনা দেয়া হয়।
		২৪/০৫/২০২৩	আমাই গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী গবেষণা বৃত্তি প্রদান প্রক্রিয়া চলমান অবস্থায় কিছু সমস্যা দেখা দেয়ার কারণে নীতিমালার কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধনে

			প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য আমাই-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর মৌখিক নির্দেশে একটি 'গবেষণা নীতিমালা-২০২২ সংশোধন প্রস্তাবনা কমিটি' গঠন করা হয়। গবেষণা নীতিমালা সংশোধন প্রস্তাবনার জন্য গঠিত কমিটির একটি সভা ২৪ মে ২০২৩ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নীতিমালার গবেষণা কার্যক্রমের শ্রেণি, গবেষণার মেয়াদ, পেশাগত ও ফেলোশিপ গবেষণার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনের প্রস্তাব করা হয়।
		০৭/০৬/২০২৩	'আমাই গবেষণা নীতিমালা-২০২২' সংশোধন প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নীতিমালা সংশোধন সংক্রান্ত একটি সভা ৭ জুন ২০২৩ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গবেষণা কার্যক্রমের শ্রেণির পরিমার্জন, প্রস্তাবিত পেশাগত/ফ্রিল্যান্স গবেষণা যোগ্যতা ও শর্ত, গবেষণার মেয়াদ, গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
		১৯/০৬/২০২৩	আমাই কর্তৃক গবেষণা বৃত্তি প্রাপ্ত গবেষকগণের গবেষণাকর্মের প্রাথমিক অগ্রগতি সংক্রান্ত উপস্থাপন পর্ব ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে ১৯ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গবেষণাকর্মের প্রাথমিক অগ্রগতি সংক্রান্ত উপস্থাপনপর্বে গবেষকগণ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। গবেষকগণ গবেষণাকর্মের অগ্রগতি সম্পর্কে উপস্থাপন শেষে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ তাদের গবেষণা কাজের অগ্রগতির উপর গঠনমূলক ও দিকনির্দেশনামূলক বিশ্লেষণ ও মন্তব্য করেন।

বিশেষ সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ কালব্যাপী জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারগুলো হলো–

জাতীয় সেমিনার ১: '১৫ই আগস্ট ২০২২: শোক থেকে শক্তির ক্রম-উত্থান'

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গত ২১শে আগস্ট ২০২২ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে '১৫ই আগস্ট ২০২২: শোক থেকে শক্তির ক্রম-উত্থান' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ মশিউর রহমান। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী হিসেবে ছিলেন আমাই-এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ।

সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। তিনি সেমিনারে উপস্থিত প্রধান অতিথি, অনলাইনে যুক্ত বিশেষ অতিথি, প্রবন্ধ উপস্থাপক, সেমিনারের সভাপতি এবং অংশগ্রহণকারীগণকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, "১৫ই আগস্ট মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়, এক বেদনাদায়ক ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম নৃশংস ঘটনা আর কখনোই ঘটেনি"। তিনি বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সকল শহিদের আত্মার শান্তি কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপক ড. মোঃ মশিউর রহমান তাঁর প্রবন্ধের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সকল শহিদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। প্রবন্ধ উপস্থাপক বলেন, নেতৃত্বের বিকাশের নানা পর্যায়ে – সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে,

সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ মশিউর রহমান

রাজনীতিতে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন মূলত তাদের সবার ভাবনাকে সম্মিলিত করে এ অঞ্চলের মানুষের জন্য স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র এবং স্বকীয়তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার পুরোটাকে একসাথে ধারণ করে যে মহামানব তৈরি হয়েছিলো – তিনি এই জাতিরাষ্ট্রের নির্মাতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

প্রবন্ধ উপস্থাপক আরো বলেন, ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে স্তব্ধ করা যায়নি। সেই শোকাবহ ঘটনাকে আমরা শক্তিতে পরিণত করেছি। কেননা ৭ মার্চ ১৯৭১-এ সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি ১৮ মিনিটের ভাষণে যে নির্দেশনা দিয়েছেন, ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে ফিরে যে অভিব্যক্তি দিয়েছেন, ২৫শে মার্চের মধ্যরাতে তিনি যে নির্দেশনা দিয়েছেন, বাঙালি তাই করেছে। বাঙালি তাঁর কথামতো নির্দেশ পালন করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে এবং একটি স্বাধীন সত্তা নিশ্চিত করেছে। তিনি আরো বলেন, যেদিন ৩২ নং সড়কের বাড়িটি রক্তাক্ত করা হয়েছিল, সেই শোক থেকে বাঙালি শক্তি সঞ্চয় করে বুকের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করেছে এবং সেটি আমাদের জীবন-মরণ সাধনা, স্বপ্ন, সংগ্রাম। বাংলাদেশ উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক বিকাশে এক অনন্য উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে যাবে। বঙ্গবন্ধুর কাজকর্ম, চিন্তাধারা, ভাবাদর্শকে ধারণ ও লালন করে বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্মকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পরিশেষে, তিনি সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের সমাপ্তি টানেন।

সেমিনারের প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ই আগস্টে নিহত তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, এই বাংলাদেশেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার যেভাবে হত্যা করা হলো তা বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুকে শারীরিক ভাবে হয়তো মেরে ফেলা হয়েছে কিন্তু তাঁর আদর্শকে কখনো মেরে

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.

ফেলা যায়নি। ঘাতকেরা তাঁর নাম-গন্ধ ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আজও তিনি বাঙালির হৃদয়ে একই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছেন।

সেমিনারের বিশেষ অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ই আগস্টে নিহত শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ১৫ই আগস্টের শোকাবহ ঘটনা পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করলেও বঙ্গবন্ধু আজও সমগ্র বাঙালি জাতির অন্তরে মর্যাদার আসনে সমাসীন। ১৫ই আগস্টের সেই শোক আজ ক্রমেই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ ক্রমেই বাস্তবে রূপ লাভ করছে।

সেমিনারের সভাপতি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ বঙ্গবন্ধু ও ১৫ই আগস্টের সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। পৃথিবীতে অনেক বাঙালি এসেছেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু একমাত্র বাঙালি যিনি বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছেন। আজ সারা বিশ্বে বাংলাদেশের সীমানা সংশ্লিষ্ট একটি মানচিত্র আছে, দেশের একটি জাতীয় সঙ্গীত আছে, একটি পতাকা আছে - এটা বঙ্গবন্ধুর অবদান। অথচ এই স্বাধীন দেশেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করে নারকীয় ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। সেমিনারে সভাপতি বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। উদাহরণস্বরূপ, বঙ্গবন্ধু শিক্ষার জন্য অনেক কিছু করেছেন - প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেছেন, ইসলামি ফাউন্ডেশন তৈরি করেছেন, তিনি ইজজও প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেছেন - যার সুফল আজ আমরা পাচ্ছি। বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছরে অনেক কিছু করেছেন, অথচ

সেমিনারে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

তিনি খুব সাধারণ জীবন যাপন করতেন। পরিশেষে, সভাপতি মহোদয় অনুষ্ঠানে আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাতীয় সেমিনার ২: 'ভাষা জরিপ ও মাঠ সমীক্ষা' (Language Survey & Fieldwork)

সেমিনার অনুবিভাগ কর্তৃক গত ২৩শে নভেম্বর ২০২২, বুধবার সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা পর্যন্ত দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) 'ভাষা জরিপ ও মাঠ সমীক্ষা' (Language Survey & Fieldwork) শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন David August Peterson, Associate Professor, Dartmouth College, New York; ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, চেয়ারপার্সন, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মোঃ মোস্তফা রাসেল, সহকারী অধ্যাপক, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। উক্ত সেমিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাগণ, জনাব জাকিয়া সুলতানা মুক্তা, চেয়ারপার্সন, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ; জনাব সাবরিন নাহার লুচি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক-প্রতিনিধি, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের শিক্ষক-প্রতিনিধি, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-প্রতিনিধি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রতিনিধি, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা

'ভাষা জরিপ ও মাঠ সমীক্ষা' (Language Survey & Fieldwork) শীর্ষক জাতীয় সেমিনার প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক

বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. রেজাউল করিম ফকির, পরিচালক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট। সেমিনার সঞ্চালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ।

সেমিনারে David August Peterson, Associate Professor, Dartmouth College, New York উপস্থাপন করেন "Twenty years of linguistic fieldwork and language documentation in the Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রবন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান উপস্থাপন করেন 'পাত্র ভাষার উপাত্ত সংগ্রহ: একটি অভিজ্ঞতা' শীর্ষক প্রবন্ধ। ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ মোস্তফা রাসেল উপস্থাপন করেন 'A Fieldwork Experience on Tripura Language in Bangladesh' শীর্ষক প্রবন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের জনাব নায়রা খান উপস্থাপন করেন 'Adopting a computational approach to language documentation' শীর্ষক প্রবন্ধ। উপস্থাপিত বিষয়সমূহের ওপর 'আলোচক' হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ ও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. রেজাউল করিম ফকির। এছাড়া সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে কয়েকজনের উত্থাপিত প্রশ্ন বা অবজারভেশনের ভিত্তিতে প্রশ্নোত্তর-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারের প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট দেশে-বিদেশে বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে তথ্য ও জ্ঞান পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এটা আমি বিশ্বাস করি। আমরা ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি। বাঙালি জাতি হিসেবে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, সেই কারণে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর সহমর্মিতা এবং আমাদের কমিটমেন্ট অন্য কারও চেয়ে বেশি থাকা উচিত। কারণ আমার মাতৃভাষার প্রতি আঘাত আসার পর আমরা বুঝেছি, আমাদের হৃদয়ে কেমন লেগেছে। আমাদের পূর্ব পুরুষরা বুকের তাজা রক্ত দিয়েছে মাতৃভাষা রক্ষার জন্য। আমরা সকল দেশের মাতৃভাষার জন্য, সকল জাতির জন্য, সবার মাতৃভাষাকে রক্ষা করবো।'

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যে বলেন, পৃথিবীতে যত বৈচিত্র্য থাকবে ততই পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শত ফুল ফুটতে দাও', সুতরাং ভাষা হচ্ছে বৈচিত্র্যের অংশ, মানুষের যে সৃষ্টিশীলতা, মানুষের যে শ্রেষ্ঠত্ব তার অংশ হচ্ছে ভাষা। সুতরাং ভাষা বেঁচে থাকবে সেটি হচ্ছে একটি সত্য সেই সত্যকে উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু বাংলা নয়, সারা পৃথিবীর যে ভাষাগুলো হারিয়ে যাচ্ছে সেই ভাষাগুলো সংরক্ষণ করা। পরিশেষে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাতীয় সেমিনার ৩: 'বাংলা ভাষার "ভাষাতাত্ত্বিক" ইতিহাস'

জানুয়ারি - মার্চ ২০২৩ প্রান্তিকে সেমিনার অনুবিভাগ কর্তৃক গত ১২ই জানুয়ারি ২০২৩, বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১:৪৫ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪)-এ 'বাংলা ভাষার "ভাষাতাত্ত্বিক" ইতিহাস' শীর্ষক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব সালাহউদ্দীন আইয়ুব, এসোসিয়েট প্রফেসর, আইন প্রশাসন, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও দর্শন বিভাগ, শিকাগো স্টেইট ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা। আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। সেমিনারটিতে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ।

প্রবন্ধ উপস্থাপন করছেন আমেরিকার শিকাগো স্টেইট ইউনিভার্সিটির আইন প্রশাসন, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও দর্শন বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর জনাব সালাহউদ্দীন আইয়ুব

প্রবন্ধকার তাঁর প্রবন্ধে বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাস বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয়ে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। পরিশেষে সেমিনারের সভাপতি তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাতীয় সেমিনার ৪: "IRSbangla (IMLI Bangla Reference System)" সফটওয়ার-এর শুভ উদ্বোধন

২৫শে জুন ২০২৩ তারিখ রবিবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়াম-এ "IRSbangla (IMLI Bangla Reference System) সফটওয়ার-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি., শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তিনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি., শিক্ষা মন্ত্রণালয়; জনাব সোলেমান খান,

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন, সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং অধ্যাপক ড. মাকসুদ কামাল, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ।

"IRSbangla (IMLI Bangla Reference System) সফটওয়্যার-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের একাংশ

কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ কালসীমায় কর্মশালার আয়োজন করা হয়: কর্মশালাগুলো হলো–

কর্মশালা-১: '৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ'

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণ এবং ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে করণীয় নিরূপণের লক্ষ্যে ৩১শে অক্টোবর ২০২২ তারিখ সোমবার সকাল ০৯.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৩:০০ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (৪র্থ তলা) স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক "৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় মূল ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন তালুকদার। উপস্থাপিত ধারণাপত্রের উপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের অধ্যাপক

৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ শীর্ষক কর্মশালার একাংশ

ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ২০৪১ সালে সোনার বাংলা বিনির্মানে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে মোকাবিলা করতে হবে সেগুলা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি সকলকে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের নির্দিষ্ট দক্ষতাসমূহ অর্জনের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আহবান জানান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও কর্মশালার সভাপতি প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ বলেন, ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য ভাষাকে কীভাবে সম্পৃক্ত করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কর্মশালা-২: 'Workshop on Language Survey and Fieldwork'

২১শে নভেম্বর ২০২২ তারিখে 'Workshop on Language Survey and Fieldwork' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ১২ (বারো) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১৮ (আঠের) জন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ মোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কর্মশালায় ধারণাপত্র (Concept Paper) উপস্থাপন করেন Dr. David Peterson, Professor, Dartmouth College, New York, USA. তিনি দিনব্যাপী কর্মশালা পরিচালনা করেন। কর্মশালায় Dr. David Peterson 1. The development of modern language documentation; 2. Data and data management in language description and documentation; 3. Equipment and recording best practices in language documentation; 4. Ethical considerations in language documentation ইত্যাদি বিষয়ে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে Group Work (দলীয় কাজ) পরিচালনা

করেন। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং তিনি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

'Workshop on Language Survey and Fieldwork' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন

কর্মশালা-৩: 'মাতৃভাষা ও আমাই-এর বিভিন্ন প্রকাশনা বিষয়ক রেফারেন্স পদ্ধতি'

২২শে নভেম্বর ২০২২ তারিখে 'মাতৃভাষা ও আমাই-এর বিভিন্ন প্রকাশনা বিষয়ক রেফারেন্স পদ্ধতি' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ১৬ (ষোল) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১৪ (চৌদ্দ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় ধারণাপত্র (Concept Paper) উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড.

'মাতৃভাষা ও আমাই-এর বিভিন্ন প্রকাশনা বিষয়ক রেফারেন্স পদ্ধতি' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার একাংশ

হাকিম আরিফ। আলোচক হিসেবে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ভাষা বিশেষজ্ঞ, জনাব মামুনুর রশিদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব তাওহিদা জাহান, সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব আব্দুস সাত্তার, সহকারী অধ্যাপক, তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাউশি, ঢাকা। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং তিনি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

কর্মশালা-৪: 'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা'

১৯শে ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে 'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় ধারণাপত্র (Concept Paper) উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, কন্ট্রোলার জেনারেল অব একাউন্টস, হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ঢাকা। আলোচক হিসেবে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম; জনাব আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, অডিট বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব সেলিনা রহমান। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং তিনি অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। এসময় উপস্থিত ছিলেন ধারণাপত্র উপস্থাপক, আলোচকসহ আমাই কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

কর্মশালা-৫: 'বাংলাদেশের বিপর্যস্ত ভাষা-পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রণীতব্য ভাষানীতির রূপকল্প'

৩০শে মার্চ ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ০৯.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৩:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে "বাংলাদেশের বিপর্যস্ত ভাষা-পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রণীতব্য ভাষানীতির রূপকল্প" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

'বাংলাদেশের বিপর্যস্ত ভাষা-পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রণীতব্য ভাষানীতির রূপকল্প' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণের একাংশ

উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। কর্মশালায় ধারণাপত্র উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এ.বি.এম. রেজাউল করিম ফকির, অধ্যাপক ও পরিচালক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. সাখাওয়াৎ আনসারী, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যাপক ড. শিশির ভট্টাচার্য্য, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। "বাংলাদেশের বিপর্যস্ত ভাষা-পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রণীতব্য ভাষানীতির রূপকল্প" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সাংবাদিকসহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

কর্মশালা-৬: মাতৃভাষা পিডিয়ার ভুক্তি লিখন শীর্ষক কর্মশালা ২০শে মে ২০২৩ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মো: আজহারুল আমিন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। ভুক্তি লিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. শিশির ভট্টাচার্য্য, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, ভাষা বিজ্ঞান

বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। অংশগ্রহণকারী হিসেবে মাতৃভাষা পিডিয়ার ভুক্তি লেখকগণ উপস্থিত ছিলেন।

'মাতৃভাষা পিডিয়ার ভুক্তি লিখন' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সম্মিলিত ছবি

কর্মশালা-৭: সিটিজেন চার্টার শীর্ষক কর্মশালা ১২ই জুন ২০২৩ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মো: আজহারুল আমিন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মো: আজহারুল আমিন, পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণকালীন চিত্র

প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (প্রচার), জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ)। অংশগ্রহণকারী হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালা-৮: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা ১৩ই জুন ২০২৩ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মো: আজহারুল আমিন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব আবু আলী মো: সাজ্জাদ হোসেন, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব নাজমুন নাহার, উপপরিচালক (লাইব্রেরি), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। অংশগ্রহণকারী হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশের ছবি

কর্মশালা-৯: সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালা ২১শে জুন ২০২৩ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ মহাপরিচালক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মো: আজহারুল আমিন স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, উপসচিব (বাজেট) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব নুর-ই-আলম, উপসচিব (বাজেট) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, জনাব শাকিলা জামান, উপপরিচালক, অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা। অংশগ্রহণকারী হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংবাদপত্রের ও মিডিয়া প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ছবি

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ কালসীমায় অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণগুলো হলো–

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১: 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'

১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের ইনস্টিটিউটের ২৫ (পঁচিশ) জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও এপিএ বিষয়ক ধারণা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের

'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শীর্ষক দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দাপ্তরিক কার্যাবলী' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মাহবুবা আক্তার; 'শুদ্ধাচার: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালীকরণ এবং নৈতিকতা কমিটির কার্যাবলী' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর ইউনেস্কো ও গবেষণা কর্মকর্তা অধ্যাপক মোঃ আব্দুর রহিম; 'দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক কার্যক্রম' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম; 'শুদ্ধাচারের ক্ষেত্রে সেবাসহজিকরণ' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) জনাব নাজমুন নাহার।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-২: 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন'

১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন' শীর্ষক দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের ইনস্টিটিউটের ২৫ (পঁচিশ) জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'ই-গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত উত্তমচর্চাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মো: আজহারুল আমিন; '(ক) সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ সংক্রান্ত কাজ সমন্বয় (খ) ইনোভেশন ও সেবা সহজিকরণের ধারণা এবং সরকারি দাপ্তরিক কাজে-এর প্রয়োগ' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা-জাদুঘর) জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ; 'ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন, বিবিধ' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ) জনাব মো: মিজানুর রহমান; 'ই-নথি কার্যক্রম সর্ম্পকে ধারণা' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (অর্থ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম।

'ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন' শীর্ষক দিনব্যাপী ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৩: 'ভাষা গবেষণা পদ্ধতি'

২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'ভাষা গবেষণা পদ্ধতি' শীর্ষক ০২ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মোট ২৫ (পঁচিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'Introduction: Basics of Linguistic Research' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'Qualitative Method in Linguistic Research' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন; 'Quantitative Method in Linguistic Research' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব এরশাদুল হক; 'Ethnographic Research in Linguistic' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাইখ ইমতিয়াজ; 'Linguistic Fieldwork' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ; 'Linguistic Survey & Method' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ ; 'Theoretical Linguistic Research Method' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। 'Research in Communication Disorders' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের চেয়ারপার্সন তাওহিদা জাহান; 'Using Computer in Linguistic Research' শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সিনিয়র কনসালটেন্ট বাংলা ভাষা প্রযুক্তি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ মামুন-অর-রশীদ। প্রশিক্ষণ সমাপনী বক্তব্যে

'ভাষা গবেষণা পদ্ধতি' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একাংশ

মহাপরিচালক আমাই-এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এ জাতীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৪: 'তথ্য অধিকার আইন ও দাপ্তরিক আচার-আচরণ'

৭ই নভেম্বর ২০২২ তারিখে 'তথ্য অধিকার আইন ও দাপ্তরিক আচার-আচরণ' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ১৯ (উনিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'জনগনের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) জনাব মুঃ ফজলুর রহমান; 'তথ্য কমিশনের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী (তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯)' বিষয়ে প্রশিক্ষণে অধিবেশন পরিচালনা করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম; 'তথ্য প্রদান পদ্ধতির প্রক্রিয়া (তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯)' বিষয়ক প্রশিক্ষণে অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম; 'তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাপ্তি' বিষয়ক প্রশিক্ষণে অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান।

'তথ্য অধিকার আইন ও দাপ্তরিক আচার-আচরণ' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৫: 'সিটিজেন চার্টার'

০৯ই নভেম্বর ২০২২ তারিখে 'সিটিজেন চার্টার' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের ইনস্টিটিউটের ১৭ (সতের) জন কর্মকতা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'সিটিজেন চার্টার বিষয়ে ধারণা প্রদান' বিষয়ক অধিবেশন

পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'এপিএ'র সাথে সিটিজেনস চার্টারের সমন্বয় বিষয়ক আলোচনা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম; 'সিটিজেনস চার্টার বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; 'সিটিজেনস চার্টার হালনাগাদকরণ বিষয়ক আলোচনা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর (ইউনেস্কো ও গবেষণার দায়িত্ব) অধ্যাপক মোঃ আবদুর রহিম; 'সিটিজেনস চার্টারের কার্যকারিতা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (লাইব্রেরি ও আর্কাইভ) জনাব নাজমুন নাহার।

'সিটিজেন চার্টার' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও সিটিজেন চার্টার বিষয়ে ধারণা প্রদান করছেনইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৬: 'সরকারি আয়-ব্যয় ও ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার'

১০ই নভেম্বর ২০২২ তারিখ 'সরকারি আয়-ব্যয় ও ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মোট ১৫ (পনের) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'পার্সোনাল লেজার (পিএল) একাউন্টস সৃজন, ভিডিও নিয়োগ, পার্সোনাল লেজার (পিএল) একাউন্টস ইউজার ব্যবস্থাপনা' এবং 'সিস্টেম উপস্থাপনা' বিষয়ক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের আইটি কনসালটেন্ট (BACS and iBAS++ Scheme, SPFMS) জনাব সজন দাশ; 'সরকারি আর্থিক বিধিবিধান সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা' এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পার্সোনাল লেজার (পিএল) একাউন্ট-এর মাধ্যমে অর্থ ছাড় বিষয়ক উপস্থাপনা' সংক্রান্ত ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সিনিয়র ফাংশনাল কনসালটেন্ট (BACS

and iBAS++ Scheme, SPFMS) জনাব আবুল বাশার মোঃ আমির উদ্দীন; 'ব্যবহারিক অনুশীলন ও কোর্স মূল্যায়ন' বিষয়ক ২টি অধিবেশন পরিচালনা করেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের আইটি কনসালটেন্ট (BACS and iBAS++ Scheme, SPFMS) জনাব চৌধুরী রায়হান শাহরিয়ার।

'সরকারি আয়-ব্যয় ও ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একাংশ

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৭: 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা'

১৭ই নভেম্বর ২০২২ তারিখে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ১৫ (পনের) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার মূল

'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একাংশ

উদ্দেশ্যসমূহ' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) জনাব মুঃ ফজলুর রহমান; 'অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) নিয়োগ পদ্ধতি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার কাজের পরিধি' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; 'অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলের গঠন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলের কার্যপরিধি' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান; 'অভিযোগ ও আপিল দাখিল পদ্ধতি' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৮: 'সিটিজেন চার্টার'

১৩ই ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে 'সিটিজেন চার্টার' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের ইনস্টিটিউটের ১৬ (ষোল) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ০৪ (চার) জন কর্মকর্তাসহ মোট ২০ (বিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'সিটিজেন চার্টার বিষয়ে ধারণা প্রদান' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'সেবা নিশ্চিত করণে সিটিজেন চার্টারের ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামাণিক; 'এপিএ ও সিটিজেন চার্টার: প্রাসঙ্গিক আলোচনা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম;

'সিটিজেন চার্টার' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও 'সিটিজেন চার্টার বিষয়ে ধারণা প্রদান' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

'আমাই-এর সিটিজেন চার্টার বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা' সংক্রান্ত অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; 'সিটিজেনস চার্টার হালনাগাদকরণ বিষয়ক আলোচনা ও সিটিজেন চার্টারের কার্যকারিতা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আমাই-এর পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোঃ আলমগীর।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-৯: 'অনুবাদ ও বাংলা পরিভাষা'

২২শে ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'অনুবাদ ও বাংলা পরিভাষা' শীর্ষক দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সফিকুন্নবী সামাদী। প্রশিক্ষণে 'বাংলা পরিভাষা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ; 'ফারসি থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ফারসি অনুবাদে সমস্যা ও সম্ভাবনা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুর সবুর খান; 'বাংলা থেকে জাপানি ভাষায় অনুবাদের চ্যালেঞ্জসমূহ ও আমাইয়ের Pocket Dictionary অনুবাদের অভিজ্ঞতা' বিষয়ক অধিবেশন

'অনুবাদ ও বাংলা পরিভাষা' শীর্ষক দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সফিকুন্নবী সামাদী এবং সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনছারুল আলম, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে; 'সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অনুবাদ – প্রয়োজন ও সমস্যা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর; 'টেক্সট ও অনুবাদ' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন জনাব রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; 'মাতৃভাষা বিকাশে অন্যতম বাহন হল অনুবাদ' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন জনাব নথুয়াই মারমা, শিক্ষাথী, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১০: 'ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় AMMS-(2.0) ব্যবহার করে অডিট আপত্তির জবাব প্রদান'

২৯শে মার্চ ২০২৩ তারিখে "ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় AMMS-(2.0) ব্যবহার করে অডিট আপত্তির জবাব প্রদান" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ও 'সু-শাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্ন্যান্স' বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। প্রশিক্ষণে 'ই-নথির ব্যবহার ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন জনাব মোঃ আলমগীর, পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট; 'AMMS-(2.0) ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা ও উপায়' বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন জনাব শাকিলা জামান, উপপরিচালক, শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এবং 'ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় 'AMMS-(2.0) ব্যবহার করে অডিট আপত্তি জবাব প্রদান করার পদ্ধতি' নিয়ে আলোচানা করেন জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম (ইঞ্জিনিয়ার), সহকারী পরিচালক, শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

'ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় AMMS-(2.0) ব্যবহার করে অডিট আপত্তির জবাব প্রদান' শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একাংশ

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১১: 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন'

২৯শে মে ২০২৩ তারিখে 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ও 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন' বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। ই-গভর্ন্যান্স সংক্রান্ত উত্তমচর্চাসমূহ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), জনাব মো: আজাহারুল আমিন। ২৯শে মে ২০২৩ তারিখে 'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন' শীর্ষক প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন' শীর্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটেরমহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১২: 'তথ্য অধিকার আইন'

৩০শে মে ২০২৩ তারিখে "তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ও "তথ্য অধিকার আইন" বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। তথ্য অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), জনাব মোঃ আজাহারুল আমিন। তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রচার, তথ্য ও জনসংযোগ), জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। এছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এ বিষয়য়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন), জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম।

৩০শে মে ২০২৩ তারিখে "তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১৩: 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'

৩১শে মে ২০২৩ তারিখে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ও "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও এপিএ বিষয়ক ধারণা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), মোঃ আজাহারুল আমিন। কর্মস্থলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (লাইব্রেরি ও আর্কাইভ), জনাব নাজমুন নাহার। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও সরকারী

"জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফসহ অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

কর্মচারী আচরণ বিধিমালা সম্পর্কে আলোচনা করেন ইনস্টিউটের উপপরিচালক (সেমিনার, পরিকল্পনা ও ভাষা- জাদুঘর) জনাব মোহাম্মদ আবু সাঈদ। এছাড়াও শুদ্ধাচার ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), জনাব শেখ শামীম ইসলাম।

৩১শে মে ২০২৩ তারিখে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১৪: 'সিলেটি নাগরী লিপি'

০৮ই জুন ২০২৩ তারিখে "সিলেটি নাগরী লিপি" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ও "সিলেটি নাগরী লিপি" বিষয়ে আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। সিলেটি নাগরী লিপি পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ সাদিক কবি ও সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এছাড়াও সিলেটি নাগরী লিপির গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন সিলেটি নাগরী লিপি, ফোকলোর ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক জনাব মোস্তফা সেলিম। সিলেটি নাগরী লিপি সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন বেতার টিভি উপস্থাপক, গবেষক, কবি-পুঁথিকার, প্রাবন্ধিক, লোকতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদ (সাবেক কর কর্মকর্তা, এনবিআর) জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম।

০৮ই জুন ২০২৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও গবেষকগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে ৩৯ (উনচল্লিশ) জন অংশগ্রহণ করেন।

"সিলেটি নাগরী লিপি" শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের একাংশ

অভ্যন্তরীণ (In-house) প্রশিক্ষণ-১৫: 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ভাষা'

২০শে জুন ২০২৩ তারিখে "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ভাষা" শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ও "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ভাষা" বিষয়ে

আলোচনা করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)-এর মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আজাহারুল আমিন। "প্রসঙ্গ: চাকমা ভাষা" শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ। "গারো ভাষা ও বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠী" শিরোনামে আলোচনা করেন লেখক ও গবেষক জনাব বাঁধন আরেং। এছাড়াও "চাকমা ভাষা ও বাংলাদেশের চাকমা জনগোষ্ঠী" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করেন লেখক ও গবেষক জনাব পল্লব চাকমা।

২০শে জুন তারিখে "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ভাষা" শীর্ষক প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ২৭ (সাতাশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

"ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ভাষা" শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ

পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্য

অংশীজন কর্তৃক ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার, ভাষা-জাদুঘর ও বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ কালব্যাপী নিম্নরূপ গ্রন্থাগার, ভাষা-জাদুঘর ও বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ পরিদর্শন কার্য সম্পাদিত হয়।

আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত গ্রন্থগার (আমাই গ্রন্থাগার) একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার। এর গ্রন্থসংখ্যা কম হলেও বিশেষায়িত গ্রন্থাগার হিসেবে এ গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ। বাংলাভাষা-সহ বিশ্বের নানা ভাষার তথ্য সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা, বিপন্ন ও বিলুপ্ত-প্রায় ভাষার উন্নয়ন, বিকাশ, সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রমকেন্দ্রিক দেশ-বিদেশ

প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি ক্রয় ও সংগ্রহের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থগার গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগে পুরোদমে কাজ চলছে। এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যাতিত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে পাঠকদের ব্যবহারের জন্য খোলা থাকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গ্রন্থাগারের সংগ্রহে মোট ১২৯৩৬-টি পাঠ্য সামগ্রী রয়েছে।

'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার এবং 'একুশে কর্নার' শীর্ষক দুটিকর্নার গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম বিষয়ক বইপত্র ও বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-চেতনা প্রতিফলিত গ্রন্থাদি। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে সমুজ্জল অমর একুশে ফেব্রয়ারি ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বই পত্রাদিও সংগ্রহ নিয়ে রয়েছে একুশে কর্নার।

জুলাই, ২০২২ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত আমাই গ্রন্থাগারে যে সকল কাজ হয়েছে তাহলো সাইবার কর্নার ও জার্নাল কর্নার এর কাজ চলমান রয়েছে। এ দুটি কর্নার চালু হলে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীগণ যে সকল সুবিধা পাবে তা হলো সাইবার কর্নারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীগণ গ্রন্থাগারের অনলাইন ক্যাটালগ সার্চ করতে পারবে এর মাধ্যমে ব্যাহরকারী তার কাঙ্খিত বই বা তথ্যটি পেয়ে থাকবে এবং আমাই গ্রন্থাগারে কি কি পাঠ্যসামগ্রী আছে তা জানতে পারবে খুব সহজেই। জার্নার কর্নারের মাধ্যমে আমাই গ্রন্থাগারে কি কি জার্নাল আছে ব্যবহারকারীগণ খুব সহজেই জানতে পারবে । এ কর্নারের মাধ্যমে গবেষকদের নতুন নতুন গবেষণা করতে জার্নালগুলো সহয়তা করবে।

এ ছাড়াও রেফারেন্স কক্ষ তেরির কাজ চলছে। রেফারেন্স কক্ষ চালু হলে অভিধান, বিশ্বকোষ ইত্যাদি বই থাকবে রেফারেন্স কক্ষে। ব্যবহারকারীগণ রেফারেন্স কক্ষটি ব্যবহার করে তার প্রয়োজনীয় সেবাটি খুব কম সময়ে পেয়ে থাকবে।

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের সব মানুষের মাতৃভাষা বিকাশ, সংরক্ষণ এবং বিপন্ন ও বিলুপ্ত ভাষার উন্নয়নের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। ভাষা গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠককে সেবা দানের নিমিত্ত এ প্রতিষ্ঠানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার। আমাই ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০ থেকে বিকাল ৩:৪৫ পর্যন্ত পাঠকদের ব্যবহারের জন্য খোলা থাকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গ্রন্থাগারের সংগ্রহে মোট ১৩,৪৮৩টি পাঠ্যসামগ্রী রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্র ছাড়াও রয়েছে অভিধান, বিশ্বকোষ অন্যান্য কোষগ্রন্থ, বাংলাসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ, নৃ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ধর্ম-সংস্কৃতি বিষক গ্রন্থ ও পত্রিকা, সাময়িকী, গেজেট ইত্যাদি সংগ্রহে এ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ। 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার এবং 'একুশে কর্নার'

শীর্ষক দুটি কর্নার গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম বিষয়ক বইপত্র ও বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-চেতনা প্রতিফলিত গ্রন্থাদি। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে সমুজ্জল অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বই পত্রাদি ও সংগ্রহ নিয়ে রয়েছে একুশে কর্নার, যা আমাই গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছে।

অক্টোবর, ২০২২ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত আমাই গ্রন্থাগারে আরও দুটি কর্নার করা হয়েছে তা হলো–

ক. রেফারেন্স কক্ষ-রেফারেন্স কক্ষ এর মধ্যে রেফারেন্স বইগুলো থাকবে যেমন- বিশ্বকোষ, অভিধান ইত্যাদি বই যা গবেষক ও অন্যান্য ব্যবহারকারী রেফারেন্স কক্ষ এর মধ্যে মনোরম পরিবেশে বসে তার কাঙ্খিত তথ্যসেবা পেতে সহায়তা করবে।

খ. সাইবার কর্নার- সাইবার কর্নার এর মাধ্যেমে ব্যবহারকারী লাইব্রেরির ওপেন এক্যাসেশন ক্যাটালগ ব্যবহার করে তার কাঙ্খিত তথ্যে সেবা বা লাইব্রেরির প্রয়োজনীয় পাঠ্যসামগ্রী খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।

এ ছাড়াও অক্টোবর, ২০২২ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত আমাই গ্রন্থাগারে সৌজন্য কপি হিসাবে ৩১৫টি বই গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গ্রন্থাগারে ২৭৯টি বই প্রদান করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বইয়ের নাম উল্লেখ করা হলো- 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন (১৯৭২-১৯৭৫)', 'গদ্যে-পদ্যে শেখ মুজিব', 'বঙ্গবন্ধুঃ শতবর্ষে শতকবিতা', 'শত কবিতায় বঙ্গবন্ধু', 'বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব', 'কবিতায় বঙ্গবন্ধু', 'ছড়ায় ছন্দে বঙ্গবন্ধু', 'জনক ও জন্মভূমি', 'বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ', 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ', 'আধুনিক কাব্যগ্রন্থ বঙ্গবন্ধু', মুজিব', নির্বাচিত মুক্তিযুদ্ধেও কবিতা'। এছড়াও কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, মুক্তিযুদ্ধ, রচনাসহ বিভিন্ন ধরনের বই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি অফিসের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারে বইগুলো সৌজন্য কপি হিসাবে প্রদান করেন। যা আমাই গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করেছে।

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের সব মানুষের মাতৃভাষা বিকাশ, সংরক্ষণ এবং বিপন্নপ্রায় ও বিলুপ্ত ভাষার উন্নয়নের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। ভাষাগবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠককে সেবাদানের নিমিত্ত এ প্রতিষ্ঠানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারটি একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৩:৪৫ মিনিট পর্যন্ত পাঠক গবেষকের ব্যবহারের জন্য

খোলা থাকে। উক্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্র ছাড়াও রয়েছে অভিধান, বিশ্বকোষসহ বিভিন্ন বিষয়ের কোষগ্রন্থ, সাহিত্য, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থসম্ভার। আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গ্রন্থাগারের সংগ্রহে নানাবিধ বিষয়ের গ্রন্থাদি, পত্রপত্রিকা, সাময়িকী ও গেজেটসহ মোট ১৩,৫৪৮টি পাঠ্যসামগ্রী রয়েছে।

অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক, আমাই গ্রন্থাগারের সুসজ্জিত রেফারেন্স কক্ষ পরিদর্শন করছেন

'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' এবং 'একুশে কর্নার' শীর্ষক দুটি কর্নার গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম বিষয়ক বইপত্র ও বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-চেতনা প্রতিফলিত গ্রন্থাদি। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বই পত্রাদির সংগ্রহ নিয়ে রয়েছে 'একুশে কর্নার'।

জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও অধিকতর পাঠক বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে গ্রন্থাগারের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও পুনর্বিন্যাসকরণের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটিতে জনাব অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ, মহাপরিচালক (আমাই)-কে আহবায়ক এবং আমাই গ্রন্থাগারের উপপরিচালক জনাব নাজমুন নাহারকে সদস্যসচিব করে ৫ (পাঁচ) সদস্য সমন্বিত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি আমাই গ্রন্থাগারের সেবার মান উন্নয়ন ও পাঠক বান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত কমিটির দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমাই গ্রন্থাগারের সেবার মান উন্নয়ন ও পাঠকবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য আমাই গ্রন্থাগারকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থাগার ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক বিশেষায়িত গ্রন্থাগার হওয়ায় এ

বিষয় সম্পর্কিত বইপত্র গ্রন্থাগারের সম্মুখ সারির শেলফে প্রদর্শন করা হয়েছে। ভাষাগবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও পঠনপাঠনকালে নিরিবিলি পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে পাঠক টেবিলগুলোকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

রেফারেন্স কক্ষে সংশ্লিষ্ট বইপত্র একত্রে সন্নিবেশ করার জন্য নতুনভাবে আসবাবপত্র সংযোজন করা হয়েছে। এ কক্ষে রেফারেন্স বইগুলো বিশেষ করে বিশ্বকোষ ও অন্যান্য কোষ গ্রন্থসমূহ স্থানান্তরিত করে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। যার ফলে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশে তার কাঙ্ক্ষিত রেফারেন্স সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। গ্রন্থাগারের প্রবেশমুখে স্থাপিত দুটি প্রদর্শনী বাক্সে আমাই প্রকাশনাসমূহ এবং গ্রন্থাগারে নব সংযোজিত বইপত্র প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে করে পাঠক গ্রন্থাগারে প্রবেশকালেই এ বিষয়ে অবগত হতে পারবেন। লাইব্রেরিতে স্থাপিত সাইবার কর্নারে একটি ফটোকপি মেশিন সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থাগার থেকে ফটোকপি সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ভাষাগবেষক ও আগ্রহী পাঠক তার কাঙ্ক্ষিত কোনো ডকুমেন্টের নির্দিষ্ট অংশ পৃষ্ঠা প্রতি ধার্যকৃত হারে পূর্ব নির্ধারিত ফি প্রদান করে বিধি মোতাবেক ফটোকপি করে নিতে পারবেন। তবে কপিরাইট আইন বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য করে ফটোকপি সেবাটি প্রদান করা হবে।

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের সব মানুষের মাতৃভাষা বিকাশ, সংরক্ষণ এবং বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রায় ভাষার উন্নয়নের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। ভাষা গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠককে সেবাদানের নিমিত্ত এ প্রতিষ্ঠানে বইপত্র ও সাময়িকী গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ, অধ্যয়ন ও রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহারের জন্য একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ তারিখে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার। আমাই ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০ থেকে বিকাল ৩:৪৫ পর্যন্ত পাঠকদের ব্যবহারের জন্য খোলা থাকে।

'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' এবং 'একুশে কর্নার' শীর্ষক দুটি কর্নার গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম বিষয়ক বইপত্র ও বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-চেতনা প্রতিফলিত গ্রন্থাদি। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে সমুজ্জল অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক বই পত্রাদির সংগ্রহ নিয়ে রয়েছে 'একুশে কর্নার'। এ কর্নারের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ভাষা আন্দোলন ও অমর একুশের ইতিহাস সর্ম্পকে জানতে পারে ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁর ইতিহাস পৌঁছিয়ে দিতে পারে। যা গ্রন্থাগার ভাষা গবেষকদের ভাষা গবেষণা কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গ্রন্থাগারের সংগ্রহে প্রায় ১৪,০০০টি পাঠ্য সামগ্রী রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্র ছাড়াও রয়েছে অভিধান, বিশ্বকোষ অন্যান্য

কোষগ্রন্থ, বাংলাসাহিত্য বিষয়কগ্রন্থ, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ধর্ম-সংস্কৃতি বিষকগ্রন্থ ও পত্রিকা, সাময়িকী, গেজেট ইত্যাদি সংগ্রহে এ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ। ইনস্টিটিউটের নিয়মিত বরাদ্দের বার্ষিক বাজেট থেকে বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় এবং ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সৌজন্য কপি প্রাপ্তির মাধ্যমে এ গ্রন্থাগার প্রতিনিয়ত আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। সম্প্রতি আমাই গ্রন্থাগারে সংগ্রহ ও সংযোজিত হয়েছে *Secret Document Of Intelligence Branch on Father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman* এর অষ্টম থেকে দ্বাদশ খণ্ড। উল্লেখ যে, এর ১ম থেকে ৭ম পর্যন্ত ইতঃপূর্বে গ্রন্থাগারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও চলতি অর্থ বছরের (২০২২-২০২৩) বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যয়ে ক্রয়কৃত বইসমূহের মধ্যে- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত এবং অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ সম্পাদিত বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানকোষ-(ভলিউম:১ম-১০ম), কার্টুনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বজুড়ে প্রতিফলন, *Bilingual Childrens Language & Literacy Development, Lexical Errors & Accuracy in Foreign Language Writing (Second Language Acquisition), Acquistion of Sociolinguistic Compeptence in a study Abroad Context (Second Language Acquisition), Creating Classroom Communities of Learning: International Case Studies & Perspectives on Language & Education*, বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শন, বঙ্গবন্ধু-মুক্তিযুদ্ধ, একাত্তরের ডায়েরি, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু: শতবর্ষে শতগল্প, বঙ্গবন্ধুর পরাষ্ট্রনীতি, বঙ্গবন্ধুর সমাজ-ভাবনা, আদিবাসী লোককথা, বাংলা সাহিত্য ও ভাষা আন্দোলন, আমার জীবননীতি আমার রাজনীতি, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন রফিকুল ইসলাম, ভাষা ও বিজ্ঞান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উক্ত বইগুলো আমাই গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করবে এবং বিশেষভাবে ভাষা গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৩:০০টা পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। এখন পর্যন্ত বিনা ফি-তেই যে-কোন দর্শনার্থী এ-জাদুঘর পরিদর্শন করতে পারেন। ১লা জুলাই ২০২২ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মোট ২৭ জন দর্শনার্থী ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে লিখিত মন্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মন্তব্য নিচে উপস্থাপন করা হলো:

- ১৭ই জুলাই ২০২২: যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আহসান হাবীব প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'এই জাদুঘর দেখে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব ও সেই ভাষা ভাষি মানুষের জীবন সম্পর্কে কিছু ধারণা পেলাম। ভাষা-জাদুঘর আমাদেরকে ভাষার উৎস সম্পর্কে জানতে ও গবেষণা করতে সহায়তা করবে।'

- ১৭ই জুলাই ২০২২: যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক ড. বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ একই দিনে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'এটা খুবই চমৎকার গবেষণা কেন্দ্র। শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা উচিত।'

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ কর্মকর্তাগণের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শনের একাংশ

- ২৮শে জুলাই ২০২২: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোঃ জাহিদ হাসন ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'It is very good collection different language of the world. It increase our verities language writing system. I like it very much and proud.'
- ২৬শে জুলাই ২০২২: ঢাকার যাত্রাবাড়ি থেকে Mission Bhuya আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে শুধু নিজের ভাষাই রক্ষা করেনি পাশাপাশি অন্য ভাষার মর্যাদাকেও রক্ষা করেছে। আজ এই প্রতিষ্ঠানটিতে এসে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরে খুব ভাল লাগছে। এমন সুন্দর পরিবেশ সব সময়ই।'
- ২১শে আগস্ট ২০২২: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Mahmudul Hasan আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'Looking great. Very informative and lots of things to see. Wish to visit again.'
- ২১শে আগস্ট ২০২২: বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Md Mustansir Billah আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'Very much informative. Lighting can be better. And everything is ok. Good wishes.'
- ০৫ই সেপ্টেম্বর ২০২২: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Moriom Akhter Bethi আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'This place is really amazing. Very informative.'

- ০৫ই সেপ্টেম্বর ২০২২: ঢাকার আজিমপুর থেকে Munmun Akhter sheba আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'Feeling good to see this place.'
- ০৫ই সেপ্টেম্বর ২০২২: চট্টগ্রাম সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ থেকে নুসরাত আল রাফা, সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'খুবই চমৎকার একটি প্রতিষ্ঠান। ভালো লেগেছে। বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ এরকম একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করার জন্য।'

❖ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ১০:০০টা থেকে বিকাল ০৪:৩০টা পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শনার্থীর জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। এখন পর্যন্ত বিনা ফি-তেই যেকোনো দর্শনার্থী এ জাদুঘর পরিদর্শন করতে পারেন। ১লা অক্টোবর ২০২২ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২২ মোট ৪০ জন দর্শনার্থী ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে লিখিত মন্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু মন্তব্য নিচে উপস্থাপন করা হলো:

- ০৬ই অক্টোবর ২০২২: ব্রাক ইউনিভার্সিটি থেকে এম এ ওবাঈদ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'দারুণ সুন্দর। সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহার অতীব সুন্দর। সুন্দরতম নিদর্শন সুচারু ও সুবর্ণিত রূপে অগ্রসর হোক সেই কামনায়।'
- ০৭ই নভেম্বর ২০২২: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নুথোয়াই মারমা, প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'প্রথমবারেই এসে অনেক ভালো লেগেছে। বিশেষ করে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ডিভাইস এ বিভিন্ন দেশের লিপি দেখলাম। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্থাপনা দেখেও ভালো লাগলো।'
- ১৪ই নভেম্বর ২০২২: ঢাকার বৃহৎ করদাতা ইউনিট থেকে উপ কর কমিশনার আফরোজা বেগম দ্বিতীয়বারের মতো ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, '২০১৫-তে প্রথমবার এসেছিলাম। সেই সুন্দর অভিজ্ঞতা থেকে আমার পরিবারের বাচ্চাদের নিয়ে আজ দ্বিতীয়বার এলাম। দারুণ অনুভূতি। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।'
- ১৪ই নভেম্বর ২০২২: ঢাকার সেগুনবাগিচা থেকে মোঃ হাসিবুর জামান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'পাঠ্য বইয়ে প্রতিষ্ঠানটির নাম দেখেছিলাম। আজ পরিদর্শন করে বেশ ভালো লাগছে। এক সাথে এতগুলো দেশের ভাষা ও তাদের জনসংখ্যা এবং সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে উপকৃত হলাম।'
- ২৩শে নভেম্বর ২০২২: Sareeta Zaid and Yazan Kassisich Sydeny, Australia, থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন

শেষে মন্তব্য করেন, 'An amazing museum. A wonderful showcase of an essential part of the history of Bangladesh and the importance of languages to cultures globally.'

- ২৮শে নভেম্বর ২০২২: কোয়ন্টাম ফউন্ডেশন শান্তিনগর, ঢাকা থেকে ডাঃ মনিরুজ্জামান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন,ওপ্রথমবারের মতো আমরা আন্তর্জাতিক ভাষা মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এসে মুগ্ধ হলাম। অনেক কিছু জানার ছিল। সবারই এই ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করা উচিত বলে আমাদের মনে হয়।'
- নাসিতা ফাইরুজ খান সেগুন বাগিচা ঢাকা থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'এখানে এসে আমি ও আমার বন্ধুরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। মাতৃভাষা ও বিদেশি ভাষা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। জাদুঘরে সবার আসা উচিত।'

❖ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতিত) সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩.৩০টা পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শকের জন্য উন্মুক্ত। এখন পর্যন্ত বিনা ফি-তেই যে কোনো দর্শনার্থী এ স্থানটি পরিদর্শন করতে পারেন। ১লা জানুয়ারি ২০২৩ হতে ৩১শে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৫ জন দর্শনার্থী ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে লিখিত মন্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩: University of Bern Switzerland থেকে Professor George Van Driem প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, `Lovely and highly educational exhibits.`

ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শনের একাংশ

- ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৩: Mohammad Aminul Islam (Recipient International Mother Language International Award 2023) প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন 'Nice to visit the Institution. All credit goes to Mr. Hakim Arif for his wonderful effort to establish such a wonderful museum।'
- ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২৩: Bangladesh Army University of Science and Technology থেকে Md. Atikuzzaman প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন্তপ্রথমবার মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এ ঘুরতে এসে অনেক ভালো লেগেছে। পরিবেশটা অনেক সুন্দর ও পরিপাটি। সত্যিই প্রশংসারযোগ্য।'
- ১৮ই মার্চ ২০২২: এউগঈ স্কুল ২০/১ গোলাপবাগ যাত্রাবাড়ী, ওয়ারী ঢাকা থেকে সাহেরা খাতুন তানিয়া প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা শহিদদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাই। যাঁদের সম্পর্কে আমরা জানি এ ছাড়াও আরও ভাষা শহিদ রয়েছেন তাঁদের স্মৃতি সংরক্ষণ করার অনুরোধ রইল।'
- ১৮ই মার্চ ২০২৩: আকিজ ফাউন্ডেশন স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষিকা সাদিয়া দবির আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'বাংলা ভাষা ও দেশ সম্পর্কে আরো তথ্য প্রয়োজন।'
- ১৬ই মার্চ ২০২২: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে সজল শর্মা, হিসাবরক্ষক প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ জানার জন্য এ প্রতিষ্ঠান দারুণ ভূমিকা রাখছে সাথে বিভিন্ন দেশের ভাষার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। আমাদের নতুন প্রজন্মকে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে তাদের সামাজিক কার্যক্রম ও প্রচার বাড়ানো যেতে পারে।'
- ১১ই মার্চ ২০২২: মোবারক হোসেন, পরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'আমি মুগ্ধ!'
- ১১ই মার্চ ২০২২: আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শিশির ভট্টাচার্য্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। সুন্দর হয়েছে। তবে বাংলাদেশের ৪০টি ভাষার বর্ণনা থাকা দরকার।'
- ১১ই মার্চ ২০২২: বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের প্রোগ্রাম অফিসার ড. হাফেজা অক্তার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'চমৎকার হয়েছে। দেখে ভালো লেগেছে। সুন্দর উদ্যোগ।'
- ১১ই মার্চ ২০২২: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফিরোজা ইয়াসমীন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভালো উদ্যোগ। ভাষার প্রতি মানুষের ভালোবাসা জাগ্রত করতে ভূমিকা পালন করবে এ জাদুঘর। এর প্রচার ও প্রসার কামনা করছি।'

❖ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯:৩০ থেকে বিকাল ৩.৩০ পর্যন্ত সকল শ্রেণীর দর্শকের জন্য উন্মুক্ত। এখন পর্যন্ত বিনা ফি-তেই যে কোন দর্শনার্থী এ স্থানটি পরিদর্শন করতে পারেন। ১লা এপ্রিল ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৫ জন দর্শনার্থী ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে লিখিত মন্তব্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিচে উপস্থাপন করা হলো:

- ১১ই এপ্রিল ২০২৩: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শিশির ভট্টাচার্য্য প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। সুন্দর হয়েছে। তবে বাংলাদেশের ৪০টির বেশি ভাষার বর্ণনা থাকা দরকার।'

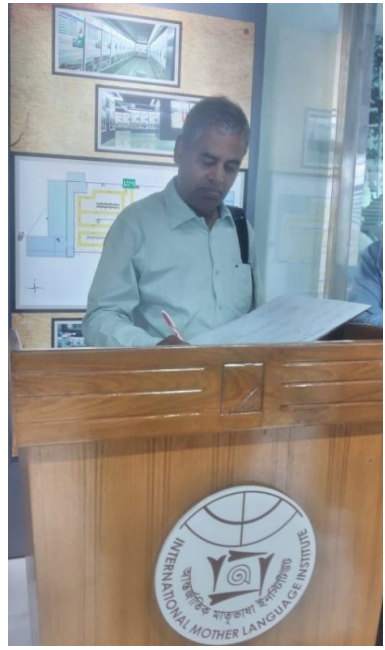

ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য
বইয়ে তার মতামত ব্যক্ত করেন

- ১১ই এপ্রিল ২০২৩: ড. হাফেজা আক্তার, প্রোগ্রাম অফিসার, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'চমৎকার হয়েছে। দেখে ভালো লেগেছে। সুন্দর উদ্যোগ।'
- ১১ই এপ্রিল ২০২৩: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফিরোজা ইয়াসমীন প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন 'ভালো উদ্যোগ। ভাষার প্রতি মানুষের ভালোবাসা জাগ্রত করতে ভূমিকা পালন করবে এ জাদুঘর। এর প্রচার ও প্রসার কামনা করছি।'

- ২৬শে এপ্রিল ২০২৩: ড. সমীরণ সরকার, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ভাষানটেক সরকারি কলেজ, ঢাকা, প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'খুব ভালো লাগলো। আমার ধারণা ছিল এখানে ভাষার বিভিন্ন উপাদান থাকবে। শুধু ছবি নয়।'

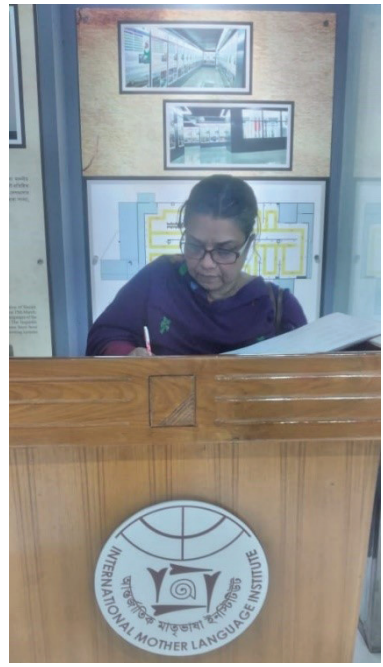

ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য বইয়ে
তার মতামত ব্যক্ত করেন

- ০২রা মে ২০২৩: নাজনীন হক মিমি, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার, জার্নিম্যান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'এক কথায় চমৎকার। আশা করি ভবিষ্যতে আরো নতুন কিছু সংযোজিত হবে।'
- ২৪শে মে ২০২৩: আজকের পত্রিকার উপ-সম্পাদক জাহীদ রেজা নূর, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'এ যেন ভাষার সমুদ্র। পৃথিবীর সব দেশের কোথায় কোন ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে, তার একটা সহজ দেখা-শোনার সুযোগ হলো। ভাষা জাদুঘরটি ভাষাতত্ত্ব নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের যেমন কাজে লাগবে তেমনি উৎসাহী যে কেউ এখানে এসে ভাষা বিষয়ে ঋদ্ধ হতে পারবেন।'
- ২৫শে মে ২০২৩: ড. এসএম শাহনূর, কবি ও গবেষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভালো লাগলো। মিউজিয়াম এ্যাসিস্ট্যান্টের সহযোগিতাপূর্ণ আচরণের জন্য ধন্যবাদ।'
- ২৫শে মে ২০২৩: ড. মোঃ আমিরুল ইসলাম কবি ও কথা সাহিত্যিক, কুমিল্লা,

মুরাদনগর, প্রথম বারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'খুব ভালো লাগছে। পরিদর্শনে সকল দেশের কৃষ্টি কালচার রাখা জন্য চমৎকার লাগছে।'

- ০৫ই জুন ২০২৩: আনিলা হকসহ ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ১০জন শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'এখানে এসে অনেক ভালো লেগেছে। অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে পেরেছি।'

ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

- ০৮ই জুন ২০২৩: ঢাকা মেডিকেল কলেজের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী খন্দকার মেহ্জাবীন ফাতেমা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'সালাম, বরকত, রফিক, শফিকসহ অনেক শহিদের প্রাণ উৎসর্গ এবং আত্মত্যাগে অর্জন আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলা। অন্যান্য জাতির কাছেও তাদের মাতৃভাষা মায়ের মতোই আপন। সব জাতির অত্যন্ত দামী এই সম্পদ মাতৃভাষা এখানে সংরক্ষিত হচ্ছে, যা আমাকে করেছে বিমোহিত।'
- ০৮ই জুন ২০২৩: লায়লাতুল জান্নাত লিয়াসহ ৩জন পুষ্টিবিদ ন্যাশনাল কলেজ অব হোম ইকোনোমিক্স থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'এখানে এসে অনেক দেশের ভাষা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। পুরোটা ঘুরে অনেক ভালো লেগেছে।'

লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার লিপির উদ্ভব ও বিকাশকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯/৯ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ প্রতিষ্ঠিত হয়। যেটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ষষ্ঠ তলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৮:০০টা থেকে বিকাল ৩:০০ পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ১লা জুলাই ২০২২ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সর্বমোট ৮৪ জন দর্শনার্থী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করেছেন। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে দর্শনার্থীদের অনুভূতি উল্লেখ করা হলো:

- ১৪ই জুলাই, ২০২২ বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজের শিক্ষক তামজিদ আক্তার বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে লিখেছেন, "চমৎকার এবং সমৃদ্ধ একটি আর্কাইভ পরিদর্শন করলাম। অজানা বিষয়গুলোকে নিজের জ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলাম। সত্যিই ভাষাজ্ঞান থেকে অর্জিত এ জ্ঞান একজন শিক্ষক হিসেবে আমাকে সময়ের সাক্ষী হিসেবে সমৃদ্ধ করবে।"
- ৩রা আগস্ট, ২০২২ ফরক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শান্তি রঞ্জন দে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "বিলুপ্তপ্রায় ভাষার লিপি দেখে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি খুবই উদ্বেলিত। ভবিষ্যতে সংগ্রহসালাটি আরো সমৃদ্ধ হবে বলে আমার বিশ্বাস।"
- ১০ই আগস্ট, ২০২২ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মোঃ ইয়াসিন ইসলাম বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে উল্লেখ করেন, "খানিক সময়ের জন্য মনে হলো খুব পেছনে চলে গেছি এবং পৌছে গেছি অনেক ভাষার শিকড়ে। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ এমন একটি উপস্থাপনার ব্যবস্থা করার জন্য।
- ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২২ সহকারী প্রকৌশলী মোঃ ফরহাদুল আলম বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "চমৎকার লাগলো পরিদর্শন করে। এই ধরণের একটা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামে স্থাপন করলে খুবই খুশি হবো।"
- ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ সরকারি হাজী মুহাম্মদ কলেজের শিক্ষার্থী নুসরাত আল রাফা বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে তার অনুভূতি ব্যক্ত করে লিখেছেন, "বাংলাদেশের কিংবদন্তী ব্যক্তিত্বদের হাতের লেখা দেখার সৌভাগ্য হলো।"

❖ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার লিখনরীতির উদ্ভব এবং এর বিবর্তনের ইতিহাস জানা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রি/৯ই ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে 'বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আর্কাইভে মোট ১৫৪টি ভাষার লিখনরীতির বর্ণনা রয়েছে। যেমন: আজটেক লিপি, নকসি লিপি, জাপোটেক লিপি, মিকসটেক লিপি, ওঘাম লিপি ইত্যাদি। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯:৩০ থেকে বিকাল ৩:৪৫ পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ১লা অক্টোবর ২০২২ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সর্বমোট ১১৯ দর্শনার্থী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করেন এবং নিজেদের অনুভূতি পরিদর্শন বইতে উল্লেখ করেন:

- ০৬ই অক্টোবর, ২০২২ বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্মপরিচালক মুহাম্মদ সায়াদ বিন শহীদ বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে লিখেছেন, 'লাইব্রেরি ও আর্কাইভ দুটিই অসাধারণ লেগেছে।'
- ১৭ই নভেম্বর, ২০২২ যশোর ক্যান্টনমেন্টের মেজর মুহাম্মদ আব্দুস সালাম এ আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "An excellent experience of

watching such a variation of Alphabets of the world. It's really miraculous. Great collection. Best wishes for International Mother Language Institute."

- ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২২ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সাবেক ডিজিএম এসএম সাইদুজ্জমান আর্কাইভ ঘুরে দেখার পর পরিদর্শন বইতে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন এভাবে, "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নাম শুনেছি কিন্তু দেখা হয়নি। আজ সুযোগ পেয়ে দেখে নিলাম। ভাষা মিউজিয়াম ও লিখনরীতি আর্কাইভ ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ভাষার বিভিন্ন বিবর্তন সম্পর্কে জানলাম। ভালো লাগলো।"
- ২০শে ডিসেম্বর, ২০২২ বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ সহকারী পরিচালক মোমিন উদ্দীন বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে তাঁর অভিমত প্রকাশ করে লিখেছেন, "এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অসাধারণ ভালো উদ্যোগ। বিশ্বের হারিয়ে যাওয়া ভাষাগুলো সংরক্ষণ করার জন্য আমাইকে ধন্যবাদ। ভাষা শিক্ষা কোর্সগুলো চালু করার অনুরোধ করছি।"

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে একজন দর্শনার্থী তাঁর মতামত ব্যক্ত করছেন

❖ বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯/৯ই ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ষষ্ঠ তলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯:১৫ থেকে বিকাল ৩:৪৫ পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। ১লা জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩১শে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৬০ জন দর্শনার্থী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন করেছেন। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে দর্শনার্থীদের অনুভূতি উল্লেখ করা হলো:

- ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মো: আব্দুল আলিম

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "ভাষা পৃথিবীতে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য অপরিহার্য উপাদান। পৃথিবীতে সাড়ে নয় হাজারের উপর ভাষা রয়েছে। প্রতিটির রয়েছে উৎপত্তি ও বিকাশের এক সুদীর্ঘ, সুন্দর ইতিহাস। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন ভাষার লিপিগুলো সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হচ্ছে বিনামূল্যে। আমি খুশি ও আনন্দিত ভাষার এমন বৈচিত্র্য দেখে এবং জানতে পেরে। আশা করি এটি ভাষার বিকাশে আরও বড় ভূমিকা রাখবে।"

- ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থী তাসনীম নূর-ই সিদ্দিকী বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে লিখেছেন, "আমি এরকম জায়গায় এসে সত্যিই অভিভূত। এরকম সংগ্রহশালা তৈরি সত্যি প্রশংসনীয়। তবে বাংলাদেশের মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে বেশি প্রচারণা চালাতে হবে যাতে এ ভাষা একদিন সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ না করতে হয়।"
- ৯ই মার্চ, ২০২৩ সাংবাদিক ও লেখক মফিজ উদ্দিন মিলন বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে লিখেছেন, "এখানে প্রবেশ করে অনেক অজানা ভাষা ও তাদের অক্ষরগুলো দেখে বিস্তৃত হলাম। এক কক্ষে এত দেশের বর্ণমালা একত্রে আর দেখা হয়নি। কর্তব্যরত কর্মকর্তা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে সময় দিয়েছেন। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।"
- ৩০শে মার্চ, ২০২৩ ইঞ্জিনিয়ার মো: সাজ্জাদ হোসেন সবুজ বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে লিখেছেন, "এই জায়গায় এসে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। এই জায়গায় যারা অফিসার এবং কর্মচারী আছে তারা খুব বন্ধুসুলভ আচরণ করেছে আমার সাথে। খুব ভালো অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।"

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে একজন দর্শনার্থী তার মতামত ব্যক্ত করছেন

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের বিভিন্ন ভাষিক সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা বিকাশ, সংরক্ষণ এবং বিপন্ন ও বিপন্নপ্রায় ভাষার উন্নয়নের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার লিখনরীতি, বর্ণমালা ও পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি ইত্যাদি সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের নিমিত্ত আমাই ভবনের ষষ্ঠ তলার

পশ্চিম পাশে স্থাপিত হয়েছে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৯ উদযাপন অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী পর্বে এ আর্কাইভস-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী এ স্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা, পরিকল্পনা ও নির্দেশনা প্রদান করেন। সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটির দিন ব্যতীত প্রতি কার্যদিবসে অফিস চলকালীন এটি ভাষা-গবেষক ও দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার আদি লিখনরীতি ও লিখন বৈচিত্র্যের (বর্ণমালা, লিখনশৈলী, শিলালিপি, চারুলিপি ইত্যাদি) নানা সমাহারে সমৃদ্ধ এ আর্কাইভস-এ রয়েছে ১৫৩টি ভাষার লিপি ও লিখনরীতি বিষয়ক পরিচিতি। বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনকৃত ডিসপ্লে স্লাইডসমূহে বিভিন্ন ভাষার লিখনরীতির উদ্ভব, জীবনকাল ও ভৌগোলিক বিস্তরণ বিষয়ক পাদটিকা সন্নিবেশিত আছে। লিখনরীতি আর্কাইভস-এর একবারে সম্মুখভাগে রয়েছে বাংলাদেশ কর্নার। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি। একই সঙ্গে রয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর হস্তলিপির নমুনা। বাংলাদেশ কর্নারের ডানপাশে প্রদর্শিত হচ্ছে বাংলাভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এবং হাতে লেখা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিলিপি।

ভাষা গবেষক ও আগ্রহী দর্শনার্থীবৃন্দ প্রতিনিয়ত এ আর্কাইভস পরিদর্শন করে থাকেন। বিমুগ্ধ দর্শনার্থীদের থেকে প্রাপ্ত কিছু মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো:

- FIITS ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. গোলাম মোস্তফা আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে লিখেছেন, "একটি জাতির জন্য, সেই জাতির ভাষা-সাহিত্য সংস্কৃতির জন্য এ ধরণের প্রতিষ্ঠান খুব জরুরি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ভাষা-সংস্কৃতির সাথে নিজেকে মিলিয়ে দেয়ার এই সুযোগে আমি ধন্য।"
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক শিশির ভট্টাচার্য্য বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে অভিমত ব্যক্ত করেন, "খুবই সুন্দর আয়োজন। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই লিপি যাদুঘরে নিয়ে আসা প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।"
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান TESOL Society for Bangla কমিটির সদস্য বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, "সুন্দর সংগ্রহ। আমাদের জাতির জন্য এটা গর্ব যে আমাদের ভাষা সারাবিশ্বে স্বীকৃত এবং এই ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কারে ভূষিত। জাতি হিসেবে আমরা গর্বিত। খুব সুন্দর সুদূর কানাডা থেকেও এদেশকে ভুলতে পারি না কারণ এদেশেই আমার জন্ম এবং শিক্ষিত।"
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জ্যোতি ত্রিপুরা বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শন শেষে তার মতামত প্রকাশ করেন, "এই জাদুঘরে এসে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। বাংলাদেশে বসবাসরত যে সকল ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ আছে তাদের

ভাষা যেন যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত থাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের এ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।"

আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানসমূহ

- ২৭ জুলাই ২০২২: তারিখ বুধবার বেলা ০২:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত শিক্ষাঙ্গন.কম ও বঙ্গবন্ধু অলিম্পিয়াড কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- ৩১ জুলাই ২০২২: তারিখ: রবিবার সকাল ০৮:০০টা থেকে বেলা ০২:০০টা পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ কর্তৃক "Integrated Delta Governance and Ocean Management in the Bay of Bengal-Way Ahead" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- ০২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ: শুক্রবার বাংলাদেশ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (বিআই্ইএ) "ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি. প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- ০১লা এপ্রিল ২০২৩ তারিখ শনিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৭:০০টা পর্যন্ত কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'আখেরি দোয়া' এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ০৫ই এপ্রিল ২০২৩ তারিখ বুধবার সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ০১:০০টা পর্যন্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তা পানির প্রচারনামূলক র‍্যালি ও সভা উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয়।
- ০৯ই এপ্রিল ২০২৩ তারিখ রবিবার সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ০১:০০টা পর্যন্ত iBAS++ এর কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
- ১২ই মে ২০২৩ তারিখ শুক্রবার সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সংস্থা এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ২০শে মে ২০২৩ তারিখ শনিবার বিকাল ০২:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত 'গুনীজন সম্বর্ধনা জিপিএ-৫ এবং (এস,এস,সি; এইচ,এস,সি) প্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান এবং বৃহত্তর সিলেটের সংস্কৃতির উপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ২৫শে মে ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত জাতীয় কবিতা মঞ্চ আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
- ২৭শে মে ২০২৩ তারিখ শনিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ বইয়ের প্রকাশনা উৎসব-এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা

হয়।

- ২৯শে মে ২০২৩ তারিখ থেকে ৩১শে মে ২০২৩ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৯:০০টা পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আয়োজনে "Smart Education festival" এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.।
- ০৮ই জুন ২০২৩ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত পুষ্টি বিষয়ক কনফারেন্স এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
- ১৪ই জুন ২০২৩ তারিখ বুধবার সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ-২০২৩ উদযাপিত এর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট হতে অবমুক্তকৃত ১ম- ৪র্থ কিস্তির অর্থ হতে (জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত) ব্যয় বিবরনী (বরাদ্দের শতকরা হারসহ):

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	সংশোধিত বাজেট বিভাজন	১ম,২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তিতে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ	জুলাই/২৩ হতে জুন/ ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	অবশিষ্ট (৪-৫)	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৩৬৩১	আবর্তক অনুদান					
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা:					
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার) অফিসারদের বেতন	৬০০০০০০.	৬০০০০০০.	৫৬০০৬৮০.০০	৩৯৯৩২০.০০	৯৩.৩৪
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী) কর্মচারীদের বেতন	৪৫০০০০০.	৪৫০০০০০.	৪১৮৬৮৪০.০০	৩১৩১৬০.০০	৯৩.০৪
৩৬৩১১০১	উপমোট বেতন বাবদ সহায়তা (১):	১০৫০০০০০.	১০৫০০০০০.	৯৭৮৭৫২০.	৭১২৪৮০.০০	৯৩.২১
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা:					
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১১২৫০০.	১১২৫০০.	১০২৯০০.০০	৯৬০০.০০	৯১.৪৭
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা (ভাতাদি)	১১২৫০০.	১১২৫০০.	১০২০০০.০০	১০৫০০.০০	৯০.৬৭
৩১১১৩১০	বাড়ীভাড়া ভাতা (ভাতাদি)	৫০২৫০০০.	৫০২৫০০০.	৫০৫০৬৫৫.০০	-২৫৬৫৫.০০	১০০.৫১
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা (ভাতাদি)	৬৬০০০০.	৬৬০০০০.	৬৩৯০০০.০০	২১০০০.০০	৯৬.৮২

৩১১১৩১২	মোবাইল/ সেলফোন ভাতা (ভাতাদি)	৮৫০০০.	৮৫০০০.	৪৩০০০.০০	৪২০০০.০০	৫০.৫৯
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	১৩৫০০০.	১৩৫০০০.	১২০৯০৮.০০	১৪০৯২.০০	৮৯.৫৬
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা (ভাতাদি)	৭৫০০০.	৭৫০০০.	৬৮৬০০.০০	৬৪০০.০০	৯১.৪৭
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা (ভাতাদি)	১৭৩২৫০০.	১৭৩২৫০০.	১৪৯৭৮৮০.০০	২৩৪৬২০.০০	৮৬.৪৬
৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৩৮৯৫৫৮.০০	১০৪৪২.০০	৯৭.৩৯
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা (ভাতাদি)	২৫০০০০.	২৫০০০০.	৮৩৯১০.০০	১৬৬০৯০.০০	৩৩.৫৬
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা (ভাতাদি)	৩৭৫০০.	৩৭৫০০.	১০৮০০.০০	২৬৭০০.০০	২৮.৮০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা (ভাতাদি)	২০০০০০.	২০০০০০.	১৬৩৩০৪.০০	৩৬৬৯৬.০০	৮১.৬৫
৩৫১২১০৩	সরকারি কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণের সুদের উপর ভূর্তকী	৩৭৫০০০.	৩৭৫০০০.	০.০০	৩৭৫০০০.০০	০.০০
	উপমোট ভাতাদি বাবদ সহায়তা (২):	৯২০০০০০.	৯২০০০০০.	৮২৭২৫১৫.০০	৯২৭৪৮৫.০০	৮৯.৯২
৩৬৩১১০৩	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা:					
৩২১১১০১	পুরস্কার	১৬০০০০.	১৬০০০০.	১১৪০৬০.০০	৪৫৯৪০.০০	৭১.২৯
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১০০০০০.	১০০০০০.	১০০০০০.০০	০.০০	১০০.০০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	১০০০০০.	১০০০০০.	১০০০০০.০০	০.০০	১০০.০০
৩২১১১১১	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয়	১৫০০০০০.	১৫০০০০০.	১৪৯৬০১০.০০	৩৯৯০.০০	৯৯.৭৩
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	২৭০০০০০.	২৭০০০০০.	২৭০০০০০.০০	০.০০	১০০.০০
৩২১১১১৫	পানি	১০০০০০.	১০০০০০.	১৬৪৪৪৪.০০	-৬৪৪৪৪.০০	১৬৪.৪৪
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ টেলেক্স	২৫০০০০.	২৫০০০০.	১৬৭৬৪০.০০	৮২৩৬০.০০	৬৭.০৬
৩২১১১২০	টেলিফোন	১০০০০০.	১০০০০০.	৯৬৭২৮.০০	৩২৭২.০০	৯৬.৭৩
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৬০০০০০.	৪৮৯০০০.	৫০৫২০৪.০০	-১৬২০৪.০০	৮৪.২০
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৫০০০০০.	৫০০০০০.	৪৯৯৯৭২.০০	২৮.০০	৯৯.৯৯
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	৬০০০০০০.	৬০০০০০০.	৫৯৯৫০৫৪.০০	৪৯৪৬.০০	৯৯.৯২
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	৫০০০০.	৫০০০০.	৩৯৩৩৫.০০	১০৬৬৫.০০	৭৮.৬৭
৩২১১১৩১	আউটসোসিং	৬০০০০০০.	৫৫২০০০০.	৫৫১৯০৯৯.০০	৯০১.০০	৯১.৯৮

৩২১১১৩৪	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি	৩৬৫০০০.	৩৬৫০০০.	৩৫৭৪২৫.০০	৭৫৭৫.০০	৯৭.৯২
৩২১১১৩৫	নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	১৫০০০০.	১৫০০০০.	০.০০	১৫০০০০.০০	০.০০
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১৫০০০০০.	১৫০০০০০.	৯১৬৭৬০.০০	৫৮৩২৪০.০০	৬১.১২
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল এন্ড লুব্রিক্যান্ট	৫০০০০০.	৪০০০০০.	৩৬৭৬৮৯.০০	৩২৩১১.০০	৭৩.৫৪
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি	৭০০০০০.	৫৬০০০০.	৫৫৮৭৯৯.০০	১২০১.০০	৭৯.৮৩
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	১০০০০০০.	১০০০০০০.	৭৪৯৬৩৩.০০	২৫০৩৬৭.০০	৭৪.৯৬
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	২০০০০০.	২০০০০০.	১৯৯৫০৫.০০	৪৯৫.০০	৯৯.৭৫
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৪০০০০০.	৪০০০০০.	৪১৮৩০৫.০০	-১৮৩০৫.০০	১০৪.৫৮
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনোহারি	৫০০০০০.	২৫০০০০.	২৫০০০০.০০	০.০০	৫০.০০
৩২৫৫১০৫	পোশাক	৫০০০০.	৫০০০০.	০.০০	৫০০০০.০০	০.০০
৩২৫৭১০৫	উদ্ভাবন	২০০০০০.	২০০০০০.	১৬৪০০০.০০	৩৬০০০.০০	৮২.০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/ পারিতোষিক	১১২৫০০.	১১২৫০০.	২৯৪০০.০০	৮৩১০০.০০	২৬.১৩
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (বিশেষ ব্যয়)	১০৯২৫০০০.	১০৯২৫০০০.	১০৬৯২৪৭০.০০	২৩২৫৩০.০০	৯৭.৮৭
৩২৫৮১০১	মটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৩৬২৫০০.	৩৬২৫০০.	৩২৬৮৮০.০০	৩৫৬২০.০০	৯০.১৭
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১২৫০০০.	১২৫০০০.	৮৬৪৫৫.০০	৩৮৫৪৫.০০	৬৯.১৬
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১০০০০০.	১০০০০০.	৯৯৯৩৪.০০	৬৬.০০	৯৯.৯৩
৩২৫৮১৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	১১৫০০০০.	১১৫০০০০.	১২৩৭৫০০.০০	-৮৭৫০০.০০	১০৭.৬১
	উপমোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (৩):	৩৬৫০০০০০.	৩৫৪১৯০০০.	৩৩৯৫২৩০১.০০	১৪৬৬৬৯৯.০০	৯৩.০২
৩৬	গবেষণা অনুদান			০.০০	০.০০	০.০০
৩২৫৭১০৬	গবেষণা	১৭০০০০০.	১৭০০০০০.	১৪৯৭০০০.০০	২০৩০০০.০০	৮৮.০৬
		০.	০.	০.০০	০.০০	০.০০
	উপমোট (৪):	১৭০০০০০.	১৭০০০০০.	১৪৯৭০০০.০০	২০৩০০০.০০	৮৮.০৬
৩৮	অন্যান্য অনুদান ব্যয়					০.০০
৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	৫০০০০.	৫০০০০.	০.০০	৫০০০০.০০	০.০০
৩৮২১১০৩	পৌর কর	১৯৫০০০০.	১৯৫০০০০.	১৮৯০৩৬০.০০	৫৯৬৪০.০০	৯৬.৯৪
	উপমোট (৫)	২০০০০০০.	২০০০০০০.	১৮৯০৩৬০.	১০৯৬৪০.০০	৯৬.৯৪১৫
	মোট আবর্তক অনুদান (১+২+৩+ ৪+৫):	৫৯৯০০০০০.	৫৮৮১৯০০০.	৫৫৩৯৯৬৯৬.০০	৩৪১৯৩০৪.০০	৯২.৪৯

৪১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান					
৪১১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৫০০০০০.	২৫০০০০.	২৪৮০০০.০০	২০০০.০০	৪৯.৬০
		০.	০.	০.০০	০.০০	০.০০
	উপমোট (৬):	৫০০০০০.	২৫০০০০.	২৪৮০০০.০০	২০০০.০০	৪৯.৬০
৪১৩১১০১	যাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং আর্কাইভ ও চলচ্চিত্র	৫০০০০০.	৩৭৫০০০.	২৯৫০০০.০০	৮০০০০.০০	৫৯.০০
	উপমোট (৭) :	৫০০০০০.	৩৭৫০০০.	২৯৫০০০.০০	৮০০০০.০০	৫৯.০০
	মোট মূলধন অনুদান (৬+৭)	১০০০০০০.	৬২৫০০০.	৫৪৩০০০.	৮২০০০.০০	৫৪.৩০
	সর্বমোট সহায়তা হিসেবে প্রাপ্য বাজেট (১+২+৩+৪ +৫+৬+৭+৮):	৬০৯০০০০০.	৫৯৪৪৪০০০.	৫৫৯৪২৬৯৬.০০	৩৫০১৩০৪.০০	৯১.৮৬